Annual Magazine

(Digital)

Graticules

Vol. 1 (2021)

Department of Geography,

Gour Mahavidyalaya

Mentors:

SyfujjamanTarafder

Satyajit Paul

Prabir Das

Dipankar Majumder

Paban Ghosh

Sanjay Ghosh

Editor in chief:

Mr. Paban Ghosh

Editorial board:

Jagat Mandal

Hiranmay Mandal

Ajij Hossain

Manik Barman

Isha Das

Nipa Sarkar

Abu Tahir

Shibani Biswas

স্বপ্ন

আবু তাহির
B.A. Hons (4th Sem) Geography

একটি মহিলা তার এক ছেলে রোহিত এবং এক মেয়ে রিয়াকে নিয়ে একটি কুড়ে ঘরে বসবাস করতো। রোহিতের বয়স ৪বছর এবং রিয়ার বয়স ২বছর। রোহিতের মা এক বড়লোক বাড়িতে কাজ করে টাকা উপার্জন করতো এবং সেই টাকা দিয়ে তাদের সংসার চলত। এভাবে তাদের সংসার চলতে থাকে এবং রোহিত আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। যখন তার বয়স ৫বছর তখন তার মা গ্রামের একটি স্কুলে তাকে ভর্তি করলো, ফলে রোহিত খুব খুশি হলো। রোহিত পড়াশুনায় খুব ভালো এবং কঠোর পরিশ্রমী ফলে সে প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করে। তার পরীক্ষার ফল দেখে প্রতিটি শিক্ষক তাকে খুব ভালোবাসতো এবং উৎসাহ দিত। রোহিতের অন্যান্য বন্ধুরা স্কুলে এসে বিভিন্ন রকম খাবার কিনে খেতে, সেইগুলো দেখে রোহিতের মনে কষ্ট হতো কিন্তু সে বুঝতে পারতো তারা খুব গরীব, তার মা বড়লোক বাড়িতে কাজ করে অনেক কষ্টে তাকে লেখাপড়া করাচ্ছে। তাই সে তার মায়ের কাছে কোনোদিন কোনো জিনিসের জন্য জেদ করতো না।

এভাবে যখন সে পঞ্চম শ্রেণীতে প্রবেশ করলো তখনো সে ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করে। ছেলের ফল শুনে তার মা খুব খুশি হয়, সাথে সে ভাবতে লাগলো, রোহিত এবার উঁচু শ্রেণীতে উঠেছে, তাকে অনেক গুলো বই কিনে দিতে হবে, কিন্তু এত টাকা সে পাবে কোথায়? আবার তার মায়ের স্বপ্ন ছিল ছেলেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করবে। অনেক ভাবনা চিন্তার পর সে যে বাড়িতে কাজ করে সে বাড়ির মালিক কে সবকিছু জানায়, সেই বাড়ির গিন্নি রোহিতের ফলাফল শুনে খুব খুশি হয় এবং তাকে ৫০০ টাকা দেয় রোহিতকে বই কিনে দেওয়ার জন্য।

রোহিত নতুন বই পেয়ে খুশি হয়ে স্কুল এ যাওয়ার সময় তার মা তাকে ১০ টাকা দেয় এবং কিছু নিয়ে খেতে বলে, তখন সে আরও খুশি হয়ে তার মাকে বলে,"মা তুমি অনেক কষ্ট করে আমার পড়ার জন্য টাকা উপার্জন করো তাই না"? তখন তার মা বলে,"কিছুদিন পর সুখ আসবে বাবা, যখন তুই পড়াশুনা করে অনেক বড় হবি"। রোহিত বলে," মা আমি বড় হয়ে কি হব?"তখন তার মা বলে," তুই পড়াশুনায় দক্ষ তাই আমি চাই তুই বড়ো হয়ে একজন ভালো ডক্টর হবি, এবং মনে রাখবি যেনো তোর বাবার মতো কোনো গরিব মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়"। তখন সে তার মাকে কথা দেয় যে সে একজন বড়ো ডক্টর হবে এবং বিনা পয়সায় গরিবদের চিকিৎসা করবে। এই বলে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো।

স্কুল যাওয়ার সময় সে একটি আইসক্রিম এর দোকান দেখতে পেল, এবং সেখান থেকে একটা আইসক্রিম কিনলো। ঠিক সেই সময় তার সমবয়সী একটা ছেলে এসে তাকে বললো," বন্ধু একটি আইসক্রিম কিনে দিবি?আমি কোনো দিন আইসক্রিম খাইনি, খেতে খুব ইচ্ছে করছে"। তখন রোহিত সেই আইসক্রিম টি ফেরত দিয়ে দুটি পাঁচ টাকা দামের আইসক্রিম কিনলো।একটি সে নিজে খেলো এবং অপরটি সেই ছেলেটাকে দিয়ে দিল। দুজন মিলে আইসক্রিম খেতে খেতে গল্প করছিল ঠিক সেই সময় হঠাৎ রোহিত জিজ্ঞাসা করলো,"তুমি স্কুলে যাও"? তখন ছেলেটি বললো,"আমার পড়াশুনা করার খুব ইচ্ছে কিন্তু আমার একটি পা না থাকায় আমি স্কুলে যেতে পারি না"। এভাবে কথা বলতে বলতে রহিত তার স্কুলে পৌঁছে গেলো। স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখে তার মা হঠাৎ খুব অসুস্থ। সেইসময় রোহিত এবং তার বোন বুঝতে পারছিল না যে তারা কি করবে! এভাবে একদিন কেটে গেলো। পরের দিন সকালে তার মা মারা গেলো। প্রথমে রোহিত ভেঙ্গে পড়ে, এবং পরে তাকে সংসারের দায়িত্ব সামলাতে হলো। ফলে সে ধীরে ধীরে পড়াশুনা থেকে সরে যেতে থাকলো এবং একটা সময় পুরোপুরি পড়াশুনা থেকে সরে যেতে বাধ্য হলো। এভাবে এক গরীব মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন ছেলের ডক্টর হওয়ার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেলো যা বাস্তবে কোনোদিন পূরণ করতে পারলো না।

ভারতের উপর COVID-19 এর প্রভাব

Ananya Das
B. A. Hons (2nd Sem) Geography

কোভিড-19 পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সমাজে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। বিশ্বজুড়ে এই রোগের সংক্রমন –এর কারনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সমস্যা একে মহামারী হিসাবে ঘোষনা করেছে। শুধু তাই নয়, এর ক্ষতিকর প্রভাব এতটাই যে বিভিন্ন দেশ আর্ন্তজাতিক ভ্রমণ করতে বাধ্য হয়েছে। তাছাড়া আমাদের নিজেদের স্বাভাবিক জীবনটিকে গৃহবন্ধী করতে বাধ্য হয়েছে। এর কুপ্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার একটিমাত্র উপায় হল নিজেকে সচেতন রাখা। এই মহামারী বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্রতিটি দেশ lockdown করতে বাধ্য হয়েছে।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মধ্যে সামাজিক শিক্ষা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কৃষি, শিল্প, ব্যবসাবানিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে মানুষের জীবনে ভয়ানক প্রভাব ফেলেছে। বর্তমান সমাজে covid-19 এর কারনে সমস্ত নিয়মগুলি অস্পৃশ্য তা দূরীকরণ ও সংহত প্রচারকে বর্তমান ব্যর্থ বলে মনে হচ্ছে।

covid-19 এর প্রভাব নিয়ন্ত্রনের একমাত্র পদক্ষেপ এটির সর্বাপ্ত প্রচার করা বা মানুষের সচেতনা বৃদ্ধি Covid-19 এর প্রভাব একাধিক কেবলমাত্র সামাজিক স্তরে সীমাবদ্ধ নয়, এর প্রভাব সুদূর প্রসারিত। প্রত্যক্ষভাবে প্রবাসী শ্রমিকদের সমস্যার মুখোমুখি হতে দেখেছেন।পরিযায়ী শ্রমিকরা প্রতিদিনের উর্পাজনের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। শহরে চাকরি ও অর্থের অভাবের কারনে যাদের কাছে খুব বেশি সংস্থান নেই তারা তাদের গ্রামে চলে যেতে শুরু করেছেন। তাঁরা খালি পায়ে হাজার হাজার মাইল হেঁটে রাস্তা অতিক্রম করেছে, হয়তো কেউ গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে কিংবা কেউ ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের নিয়ে রাস্তা অতিক্রম করেছে। আমরা কি এই ব্যাথা অনুভব করতে পারি? না, কখনোই না। কেবলমাত্র তারাই এই কষ্ট অনুভব করতে পারবে।

শিক্ষার উপর covid-19 এর নিষ্ঠুর প্রভাব পড়েছে তা ভবিষ্যতে এর প্রভাব দেখা যাবে। শিশুরা প্রায় ১৪ মাস স্কুল থেকে বাইরে থাকায় কিছু তথ্য ভুলে যাওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার ক্ষমতাকে নিচু স্তরে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। সুতরাং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার প্রায় 100% তালিকাভুক্ত করার ক্ষেত্রে, এক বৃহত্তর সাফল্য সত্ত্বেও আসন্ন ভবিষ্যতের সুবিধাগুলি কাটাতে আমাদের বাধা দিচ্ছে। কোনো মহামারী বা যেকোনো পরিস্থিতি যা সমাজকে বৃহত্তর প্রভাবিত করে তা মানসিক বিকার সমস্যা দেখা যায়। lockdown প্রমান করেছে যে "মানুষ একটি সামাজিক মানুষ" অবিচ্ছিন্ন lockdown মানুষকে মনস্তাত্তিক ভাবে প্রভাবিত করে এবং গৃহকর্মী সহিংসতার আকারে নারী এবং শিশুদের দ্বারা এই বোঝা বহন করে চলেছে।

কিন্তু আবার এই রুপান্তর গুলো থেকে প্রাপ্ত সুবিধা গুলো আমাদের দেশের ডিজিটাল সংযোগের ব্যবধানের কারনে সীমাবদ্ধ থাকবে। এই পর্যায়ে, আমাদের একটি আসল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিতঃ আমরা covid-19 এর পরবর্তী পোষ্টটি কী ধরনের সমাজ দেখতে পাব; অসমান; আমরা জানিনা তবে আমাদের আবার দাঁড়াতে হবে একে অপর কে সমর্থন করতে। সংবিধানের আমদের উপস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত মূল্যবোধ গুলি গ্রহণ করতে হবে যেমন "সাম্যতা, ভাতৃত্ব, অখন্ডতা" পাশাপাশি DPSP কে তার নাগরিক ও বিশ্বের জন্য পৃথিবীতে আর ও একটি ভাল স্থান তৈরি করতে হবে।

covid-19 এর ক্ষতিকর প্রভাব বেশি যা আমরা আগে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি lockdown এর কারনে একটি ভালো প্রভাব হল প্রায় সমস্ত যানবাহন, শিল্পকারখানা বন্ধ থাকার কারনে মুক্ত আকাশে প্রায় ২৫ বছর পর রায়গঞ্জ থেকে কাঞ্চন জঙ্ঘা দেখা গিয়েছে"

করণা অতি মারি কিছু ঘটনা, অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ

Ajij Hossain
B.A. Hons (4th Sem) Geography

ভূমিকা

বলা হয় যে COVID-19 যা উহান (চীন) থেকে উত্থিত হয়েছিল। এটি পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সমাজেই মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। বিশ্বজুড়ে এই বিশেষ স্বাস্থ্য সংকটের কারণে সৃষ্ট সমস্যার কারণে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এটিকে বিশ্ব মহামারী হিসাবে ঘোষণা করেছে। শুধু তা-ই নয়, এটা ছড়িয়ে পড়ার কারণে সকল দেশ আন্তর্জাতিক ভ্রমণ বন্ধ করার পাশাপাশি নিজেদেরকে আটকে রাখতে বাধ্য হয়েছে। শুধুমাত্র লকডাউন এই মহামারীর বিস্তার নিয়ন্ত্রণের একমাত্র পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত।

ভারতীয়দের উপর covid-19 এর প্রভাব

ভারতীয় সমাজে লকডাউনের মধ্যে সামাজিক, শিক্ষামূলক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কৃষি, মনস্তাত্ত্বিক একাধিক বিষয় মানুষের জীবনে বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলেছে।

a. সমাজের উপর প্রভাব

বৈদিক যুগের পর ভারতীয় সমাজে উচ্চবর্ণের লোকেরা অস্পৃশ্যদের সাথে সামাজিক-দূরত্ব বজায় রাখত যাতে তারা উচ্চ বর্ণের লোকদের অশুদ্ধ না করে। একই ধাঁচে, সমকালীন সময়ে কোভিড -১৯-এর কারণে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং একীকরণের প্রচারের সমস্ত সাংবিধানিক নিয়মাবলী ব্যর্থ বলে মনে হচ্ছে কারণ মানুষকে সামাজিক-দূরত্ব বজায় রাখতে বলা হচ্ছে।

অবশ্যই, এটি (সামাজিক-দূরত্ব) কোভিড -১৯ এর প্রভাব নিয়ন্ত্রণের একমাত্র ব্যবস্থা এবং এটি প্রচার করা উচিত তবে এটি সামাজিক বৈষম্যমূলক আচরণকে পুনরুজ্জীবিত করেছে ।

b. অর্থনীতি এর উপর প্রভাব

এর প্রভাব কেবল বৃহত্তর সমাজে সীমাবদ্ধ নয়। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রামীণ ও শহুরে উভয়ই বিরূপ প্রভাব ফেলেছে এই কোভিড-১৯ । প্রত্যেক প্রবাসী শ্রমিকরা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে । শ্রমিকরা যারা প্রতিদিনের আয়ের উপর নির্ভর করে তাদের অনেকেই ইতিমধ্যে এই পৃথিবীটি (সুন্দর?) ত্যাগ করেছেন। অনেক কেই চাকরি ও অর্থের অভাবে তাদের গ্রামে চলে যেতে হয়েছিল তাদের সন্তান, গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে খালি পায়ে কয়েক হাজার মাইল হেঁটে যাওয়া, আমরা কি সেই ব্যথা অনুভব করতে পারি? না, কখনই না, আমরা ব্যথা অনুভব করতে পারি না কারণ কেবল যারা এই যন্ত্রনার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছে তারাই তা অনুভব করতে পারে।

c. শিক্ষার উপর প্রভাব

শুধু তাই নয়, কোভিড -১৯ এর শিক্ষার উপর প্রভাব অনেক নিষ্ঠুর হয়েছে WB সতর্ক করেছে যে এই প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের উৎপাদনশীলতায় স্কুল বন্ধের আজীবন প্রভাব পড়বে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় প্রায় 100% শিক্ষার্থীদের তালিকাভুক্ত করার ক্ষেত্রে এক বৃহত্তর সাফল্য সত্ত্বেও আসন্ন ভবিষ্যৎ এর সুবিধাগুলি কাটাতে আমাদের বাধা দিচ্ছে এই মহামারী।

ভারত যেমন বৈচিত্র্যের ভূমি হিসেবে স্বীকৃত, তাই কোভিড -১৯ এর প্রভাবটি ও বৈচিত্র্যময় এবং অগণিত। তবে, আমরা যদি বাস্তবের অন্য দিকটা দেখতে পাই, COVID-19 আমাদের সমাজকে প্রভাবিত করেছে এটি নিশ্চিত, তবে কেবল বিরূপ? এটি সত্যই বলা হয়েছে যে "সঙ্কট সেই পরিবর্তনগুলিকে জন্ম দেয় যা বহু বছর ধরে মুলতুবি ছিল", কোভিড -১৯-এর সময়ে ও এটি ঘটেছিল। অনলাইন শিক্ষা বা বিচার বিভাগই হোক না কেন, কোভিড -১৯ (সংকট) শিক্ষা এবং বিচার বিভাগে এই বড় ধরনের রূপান্তর করার অনুমতি দিয়েছে।

কিন্তু, আবার এই রূপান্তরগুলি থেকে প্রাপ্ত সুবিধা গুলো আমাদের দেশের ডিজিটাল সংযোগের ব্যবধানের কারণে সীমাবদ্ধ থাকবে।

এই পর্যায়ে, আমাদের একটি প্রশ্ন থেকে যায়: আমরা কোভিড -19-এর পরে কী ধরনের সমাজ দেখব? খণ্ডিত? অসম? আমরা জানি না তবে আমাদের আবার দাঁড়াতে সংবিধানে আমাদের উপস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত মূল্যবোধগুলো গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ "সমতা, ভ্রাতৃত্ব, সংহতি" পাশাপাশি ভারতকে তার নাগরিক ও বিশ্বের জন্য পৃথিবীতে আরও ভাল স্থান হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

কোভিড -19 এর লক্ষণ

COVID-19 ভাইরাস বিভিন্ন লোকের উপর বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে থাকে। আক্রান্ত হওয়া বেশিরভাগ মানুষই হালকা থেকে মাঝারি মানের অসুস্থতা অনুভব করবেন এবং হাসপাতালে ভর্তি না হয়েও সুস্থ হয়ে উঠবেন।

1. সবচেয়ে সাধারণ উপসর্গসমূহ

জ্বর ,শুকনো কাশি, ক্লান্তি ভাব।

2. কম সাধারণ উপসর্গসমূহ

ব্যথা ও যন্ত্রণা, গলা ব্যথা, ডায়রিয়া, কনজাংটিভাইটিস, মাথা ব্যথা, স্বাদ বা গন্ধ না পাওয়া, ত্বকে ফুসকুড়ি ওঠা বা আঙুল বা পায়ের, পাতা ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

3. গুরুতর উপসর্গসমূহ

শ্বাস নিতে অসুবিধা বা প্রবল শ্বাসকষ্ট হওয়া, বুকে ব্যথা বা বুকে চাপ অনুভব করা, কথা বলা বা হাঁটাচলার শক্তি হারানো।

সাধারণ মানুষের কাছে কোভিড -১৯ এড়ানোর উপায়

a. নিজেকে এবং অন্যকে রক্ষা করতে:

- মুখোশ পরুন।
- আপনার সাথে যারা থাকেন না তাদের থেকে 6 ফুট দূরে থাকুন। ভিড় জায়গা গুলো এড়িয়ে চলুন।
- আপনার হাত সাবান এবং জল দিয়ে প্রায়শই ধুয়ে নিন। সাবান ও জল না পাওয়া গেলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন।
- তারা যখন বাড়ির বাইরে থাকে তখন তারা তাদের রক্ষা করে। 2 বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়স্ক প্রত্যেকেরই প্রকাশ্যে মুখোশ পরা উচিত।
- যদি আপনার পরিবারের কেউ আক্রান্ত হয় তবে অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার জন্য বাড়ির লোকদের মুখোশ পরা সহ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।
- আপনার মুখোশ লাগানোর আগে আপনার হাত ধুয়ে ফেলুন বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন।
- আপনার নাক এবং মুখের উপর মুখোশ পরুন।
- আপনি সহজেই শ্বাস নিতে পারেন তা নিশ্চিত করুন।

b. আপনার বাড়ির অভ্যন্তরে:

- অসুস্থ ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন।
- যদি সম্ভব হয় তবে অসুস্থ ব্যক্তি এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে 6 ফুট বজায় রাখুন।

c. আপনার বাড়ির বাইরে:

- নিজের এবং আপনার পরিবারে থাকেন না এমন লোকদের মধ্যে 6 ফুট দূরত্ব রাখুন।
- মনে রাখবেন যে লক্ষণ ছাড়াই কিছু লোক ভাইরাস ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হতে পারে।
- অনুমোদিত COVID-19 ভ্যাকসিন আপনাকে COVID-19 থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করতে পারে।
- একবার আপনি পুরোপুরি টিকা দেওয়ার পরে, মহামারীজনিত কারণে আপনি এমন কিছু কাজ শুরু করতে সক্ষম হতে পারেন যা আপনি করা বন্ধ করেছিলেন।

- আপনার হাত প্রায়শই ধুয়ে ফেলুন কমপক্ষে 20 সেকেন্ডের জন্য কাশি বা হাঁচি দেওয়ার পরে, খাবার খাওয়ার আগে বা খাবার প্রস্তুত করার আগে, আপনার মুখ স্পর্শ করার আগে, রেস্টরুম ব্যবহার করার পরে, পাবলিক জায়গা ছেড়ে যাওয়ার পর, আপনার নাক ফুঁকানো ও আপনার মুখোশ হ্যান্ডেল করার পর।

কোভিড -19 সম্পর্কে কুসংস্কার

ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিভিন্ন সামাজিক কাঠামোতে বিভ্রান্তি ও কুসংস্কার এখনো আগের দিনের মতোই সক্রিয় রয়েছে। বিশেষত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটি COVID-19 মহামারী চির সময়ে শতশত বিশ্বাস ও কুসংস্কার দ্বারা জড়িয়ে পড়েছে।

যেমন, করোনাভাইরাসের খবরের পরপরই হিন্দু মহাসভা নামে একটি ডানপন্থী গোষ্ঠী একটি গোমূত্র (গরু মূত্র) পার্টি আয়োজন করে।

হিন্দু মহাসভার সভাপতি চক্রপাণি মহারাজ বলেছিলেন যে, করোনাভাইরাসকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সেখানে গোমুর তৈরি কাউন্টার এবং ধূপের কাঠি থাকবে। তিনি আরও দাবি করেন যে ভাইরাস নিরামিষাশীদের উপর প্রভাব ফেলবে না এবং মাংস খাওয়া জনগণকে ভাইরাসের কাছে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল।

ফেইসবুক পৃষ্ঠাগুলি ভিডিওগুলিতে প্লাবিত হয়েছিল যে, নিরামিষাশীদের খাবার খাওয়ার জন্য মানবজাতির প্রতি প্রকৃতির প্রতিশোধ হচ্ছে এই মহামারী। চিনের উহান মার্কেট, এই রোগের কেন্দ্রস্থল হিসাবে বিবেচিত, এটিই কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

ভাইরাসের বিস্তার রোধে সতর্কতা অবলম্বন না করে কেউ কেউ পূজা করেছিলেন। আগ্রায়, যমুনা নদীর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছিল, যা হিন্দু পুরাণ অনুসারে মৃত্যুর দেবতা যমের বোন। এমন একটি পুজোরও খবর পাওয়া গেছে যেখানে ক্ষুধা নিবারণের জন্য ভাইরাসের একটি প্রতিমূর্তিকে "হালওয়া পুরি" "খাওয়ানো" হয়েছিল।

কিছু ধর্ম প্রচারক, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত ক্লিপগুলিতে দাবি করেছিলেন যে ইশ্বর তাদের শত্রুদের শাস্তি ও ধ্বংস করার জন্য করোনাভাইরাস পাঠিয়েছিলেন।

মহামারী শুরু হওয়ার সাথে সাথেই আসামের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুসলমানদের মসজিদে জড়ো না হওয়ার আবেদন করেছিলেন। যদিও এই আবেদনটি অনেকের দ্বারা ভালভাবে গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু অন্যরা প্রতিকূল ছিল। রাজ্যের অনেক জায়গায় মুসলিম পুরুষরা এই আবেদনকে ইসলামের জন্য "হুমকি" বলে দাবি করে মিছিল গুলোতে অংশ নিয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রীর জনতা কারফিউয়ের দিন একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক উদাহরণ এসেছে। ভারতের লোকেরা একটি স্ব-আরোপিত কারফিউ পালন করার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের হাততালি দিয়ে তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কথা ছিল। তবে জাতির বেশিরভাগ অংশে, কিন্তু অনেকে গানে ও নাচতে বিপুল সংখ্যায় রাস্তায় নেমেছিল, এইভাবে কারফিউয়ের সমস্ত সুবিধাকে জলে ফেলে দেয় তারা।

সামনের লড়াই কেবল ভাইরাসের বিরুদ্ধে নয়, বরং এটি ভারতের একটি অংশের বিরুদ্ধেও যারা এখনো বিজ্ঞানের ছায়ায় আসেনি।

Important facts about covid-19

1. Covid -19 পাওয়া বেশিরভাগ লোকেরা কি খুব অসুস্থ হয়ে পড়বেন বা মারা যাবেন?

Ans:- বেশিরভাগ লোকেরা, যাদের কোভিড -১৯ হয় তাদের অসুস্থতার একটি হালকা রূপ থাকে এবং হাসপাতালে চিকিত্সার প্রয়োজন ছাড়াই বাড়িতে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।

2. আপনি কি সবসময় বলতে পারেন কারও কাছে কোভিড -১৯ আছে কিনা?

Ans:- না। ভাইরাসজনিত কারণে COVID-19 এর কারও শরীরে লক্ষণ হওয়ার আগে 14 দিন পর্যন্ত থাকতে পারে এবং কিছু লোকের মধ্যে COVID-19 এর মতো হালকা কেস থাকে যা তাদের কোনও লক্ষণ নাও থাকতে পারে।

1. ঝুঁকির মধ্যে কে?

COVID-19 সমস্ত পটভূমি, বর্ণ, বয়স এবং আর্থিক অবস্থার লোক সহ সারা বিশ্ব জুড়ে লোককে প্রভাবিত করেছে।

2. COVID-19 কি কেবল বয়স্ক লোককেই প্রভাবিত করে, যার অর্থ যুবকদের চিন্তা করতে হবে না?

যদিও কভিড -১৯ বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য বিপজ্জনক , যুবক-যুবতী সহ যে কেউ এটিতে আক্রান্ত করতে পারে, তার মধ্যে কিছু গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। যদিও কিছু লোক কেন আরও গুরুতর লক্ষণ পান তা এখনও পুরোপুরি বুঝতে পারা যায়নি, যে তরুণদের স্থূলতা, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার বা উষ্ণ রক্তচাপ সহ কিছু অন্তর্নিহিত স্বাস্থ্যের অবস্থা থাকলে গুরুতর লক্ষণগুলো বিকাশের সম্ভাবনা বেশি থাকে ।

3. COVID-19 ভ্যাকসিন গুলো কি নিরাপদ?

হ্যাঁ বর্তমানে ব্যবহৃত COVID-19 টি ভ্যাকসিন গুলো নিরাপদ। সেগুলো কার্যকর কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সবগুলো কঠোর পরীক্ষা ও অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন ছিল।

COVID-19 টিকা দেওয়ার পরে দিনগুলিতে হালকা লক্ষণগুলি অনুভব করতে পারেন। যেমন কালশিটে হাত, হালকা জ্বর বা সাধারণত অসুস্থ বোধ করা, টিকা দেওয়ার পরে খুব অল্প সংখ্যক লোকেরই এলার্জির প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে, তবে এটি খুব বিরল এবং নিরাপদে পরিচালিত হতে পারে।

4. ম্যালেরিয়া বিরোধী ওষুধগুলি COVID-19 এর বিরুদ্ধে কার্যকর?

অ্যান্টিমালারিয়াল ড্রাগ গুলো COVID-19 কে চিকিৎসা বা প্রতিরোধ করতে পারে এমন কোনও প্রমাণ বর্তমানে নেই।

5. গরম পানীয় কি COVID-19 বন্ধ করতে পারে?

গরম বা শীতল কোনও পানীয় নেই যা আপনাকে করোনভাইরাস থেকে রক্ষা করবে বা অসুস্থতা নিরাময় করবে। COVID-19 প্রাপ্ত বেশিরভাগ লোকেরা নিজেরাই পুনরুদ্ধার করে। প্যারাসিটামল গ্রহণ, প্রচুর পরিমাণে তরল পান করা এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম পাওয়া আপনার লক্ষণগুলি পরিচালনা করতে সহায়তা করে।

6. অ্যালকোহল পান করা কি COVID-19 প্রতিরোধ করতে পারে?

অ্যালকোহল পান করা কভিড -১৯ নিরাময় বা প্রতিরোধ করে না। আসলে, অ্যালকোহল পান করা আপনার প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল করতে পারে।

COVID-19

Tapash Mondal
B.A. Hons (4th Sem) Geography

করোনা গো করোনা
ভেবে আজ আনমনা।
হঠাৎ করে আতঙ্ক ভরে
নিয়ে এলে সঙ্গে করে
সর্বক্ষণ স্যানিটাইজার আর মুখে মাস্ক
না নিলেই হবে সর্বনাশ!
বন্ধ হলো রাস্তা, গাড়ি
বাধ্য হয়েই স্বভূমে পাড়ি
প্যাডেল সাইকেল বা দুপায়ে
দগদগে যন্ত্রণা নিয়ে গায়ে!
পকেটে নেই কানাকড়ি
ধেয়ে এল একি মহামারী!

লকডাউন

Atul Sarkar
B. A. Hons (4th Sem) Geography

মা, আজকে স্কুলে সার আমাদের লকডাউন নিয়ে প্রশ্ন করছিল।
আচ্ছা মা লকডাউন কি? কেউ বলছে মহামারী কেউবা মৃত্যুমিছিল?
তবে শোনো সোনা, আমার যখন ছিল তোমার মতনই বয়সখানা।
হঠাৎই যুদ্ধ বাঁধে মানুষে-ভাইরাসে যেখানে মৃত্যু হয় অগোনা।।
নানা এটা যে সে যুদ্ধ নয়, এ ছিল সবচেয়ে ভয়ংকর এক যুদ্ধ।
রাস্তা ঘাটে যেখানে সেখানে মানুষের মৃত্যুই শুধু চোখে পড়তো।।
এ যুদ্ধে ডাক্তার ছিল যোদ্ধা আর অক্সিজেন ছিল হাতিয়ার।
ভ্যাকসিন না বেরোনো অবধি চলেছিল এই ভাইরাসের প্রবল সংহার।।
লোকে বলতো এই ভাইরাস নাকি চীনের তৈরি নাম তার করোনা।
এই করোনার সীমা আটকাতেই সরকার দিয়েছিল লকডাউন টানা।
বন্ধ ছিল সব স্কুল কলেজ, বন্ধ ছিল সব হাট বাজার।
বন্ধ ছিল সরকারি অফিস, বন্ধ ছিল গরিবের দুবেলা খাবার।।
বন্ধ ছিল সব কলকারখানা আবার বন্ধ ছিল সব যানবাহন।
মাত্র কয়েক মাসেই পৃথিবী হয়েছিলো যেন একশ বছরের পুরাতন।।
তাহলে বাড়িতে তোমরা খুবই মজা করতে, তাই না মা?
বন্ধ ছিল স্কুল কলেজ তাই পড়াশোনারও চাপ ছিলো না।।
মজা নয় সোনা, এ যেন ছিল এক বিষম সাজা।
যেখানে জেল ছিল ঘর, আর কয়েদি ছিলাম সব আমরা।।
পড়াশোনা বন্ধ ছিল সত্যি কিন্তু সেটিও ছিল যেন ছাত্রদের শাস্তি।
আর জানো, জেল থেকে বেরোলেই খেতে হতো পুলিশের লাঠি।।
লকডাউনের কারণ ছিল করোনা, যার পরিণতি এক ভয়ংকর ব্যাপার।
কিন্তু কেন বন্ধ ছিল মা গরিবের দুবেলা দুমুঠো খাবার?
সোনা, বড়লোকের অনেক টাকা তারা বসে খেলেও শেষ হবেনা।
কিন্তু গরিবের তো থাকেনা জমানো টাকা, উপরন্তু থাকে দেনাপাওনা।।
বাইরে কেউই বেরোত না আর সবই ছিল বন্ধ।
তাহলে রোজগার কি করে হবে আর সংসার চলবে কিভাবে তাই নিয়ে ছিল ধন্দ।।
পরে সরকার দিয়েছিল কিছু ছুট আর এগিয়ে এসেছিল সমাজসেবীরা।
আর তাতেই কোনমতে চলে যেত গরিবের এই সংসার।।
নিশ্চই তুমি এবার বুঝেছো শোনা, লকডাউনের সেই পরিণতি খানি।
এরপর কেউ প্রশ্ন করলে লকডাউন মানে কি বলবে শুনি?

বলবো, লকডাউন মানে গরিবের উপবাস, লকডাউন মানে বড়লোকের ছুটি।
লকডাউন মানে পৃথিবীর একটি তালা যার হারিয়ে গেছিলো চাবি।।

ভারতের উচ্চ শিক্ষার ওপর করোনা মহামারী ও লকডাউন এর প্রভাব

Bishal Sarkar
B.A. Hons (4th Sem) Geography

সারা বিশ্বব্যাপী covid-19 এর ফলে শুধুমাত্র স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিকাঠামো অবনতি হয়নি। পাশাপাশি মানবজীবন ও সামাজিক অর্থাৎ কর্মসংস্থান শিক্ষা, কৃষিকাজ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ইত্যাদি। সুতরাং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ প্রাথমিক শিক্ষা ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) হঠাৎ করে গতানুগতিক ধারার পরিবর্তে অনলাইনের মাধ্যমে (যেমন, google meet, zoom app, Google classroom) পুনরায় পঠন-পাঠন চালু হয়েছে। তাই বলা যায় এই অনলাইনের মাধ্যমে পড়াশোনা সম্বন্ধে সম্প্রতি অতি মহামারী সময়কালের পূর্বে ঠিক যতটা না গুরুত্ব পেয়েছে, বর্তমানে তা বিশ্বজুড়ে জায়গা করে নিয়েছে। যা অত্যন্ত আজকের দিনে ভাবার বিষয়।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি "ডারউইনের মতবাদ "এর বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে। তার মতে মানব জাতি যেকোনো পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। সুতরাং তাঁর মতে বর্তমান পরিস্থিতি ও ব্যতিক্রম নয়। ফলস্বরূপ বাধা বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা অফলাইন এর পরিবর্তে অনলাইন এডুকেশন এ নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে।

করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

covid-19 এর কারনে ভারত তথা সারা বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মারাত্মক অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। তাই এর ব্যতিক্রম হিসেবে অনলাইন পঠন-পাঠন কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেমন, ভারতের ক্ষেত্রে,19 মার্চ 2020 ইউজিসি সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় তথা কলেজের পঠন পাঠন স্থগিত রাখার নোটিশ দেয়। পাশাপাশি সমস্ত সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক) স্থগিত রাখা হয়। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ থেকে অতিমারির কারনে গ্রীষ্মকালীন ছুটি আগাম ঘোষণা করা হয়।

মহাবিদ্যালয় শিক্ষায় করোনা অতিমারি প্রভাব

সম্প্রতি অতিমারির সময় কালে শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করার পাশাপাশি মানসিকভাবেও তাদের প্রভাবিত করছে। ফলে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অন্ধকারের দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। এর কতগুলো সুপ্রভাব ও কুপ্রভাব রয়েছে সেগুলি হল,

কু-প্রভাব:

- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান(কলেজে) যেগুলোর ব্যবহারিক বিষয় রয়েছে যেমন ভূগোল জীবনবিজ্ঞান ভৌতবিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র তত্বগত জ্ঞান এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। পাশাপাশি তারা হাতে কলমে ও ব্যবহারিক দিক দিয়ে পিছিয়ে রইল।
- সম্ভবত অনলাইনে পরীক্ষার কারণে বর্তমানে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার দিকে গুরুত্ব কম এবং এর পরিবর্তে মোবাইলে অনলাইন গেমের দিকে ঝুঁকি বেশি।
- দীর্ঘ এক বছর ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীরা বইয়ের প্রতি ওয়াকিবহাল থাকছে না। ফলে 'স্কুল ছুট এর মতো 'কলেজ ছুট'-র ও সম্ভাবনা রয়েছে।
- এছাড়াও যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা ডাক্তার কিংবা নার্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করছে। তারা সম্প্রতি অতি মহামারী সময় কালে হাতে কলমে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, ফলে তাদের ক্ষেত্রে এটি একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- মাঝে মাঝে লকডাউন এর কারণে অনেক কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ির 'আর্থ-সামাজিক' ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় তারা কর্মে নিযুক্ত হওয়ায় পড়াশোনার দিকে কম গুরুত্ব দেয় মূলত অনলাইনে পরীক্ষার কারণে।
- যেসব শিক্ষার্থী দের বাড়ির প্রধান অর্থনীতির ভিত্তি হলো কৃষি কাজ কিংবা দৈনন্দিন কাজ সে ক্ষেত্রে তারা মোবাইলের অনলাইন ক্লাসে যুক্ত হয়ে মাঠে বা অন্য কোথাও কাজ করে। সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা তৎকালীন ক্লাস থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে এর একটি ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে।
- বিশেষত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে 'বিশ্ববিদ্যালয়' ও 'কলেজ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত দোকান বাজার গড়ে ওঠে, সেক্ষেত্রে তাদের পরিবারের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার খরচ দেওয়া খুব কষ্ট সাপেক্ষ হয়ে দাড়ায়।

- সম্প্রতি করোনার আর দ্বিতীয়ত ঢেউ এ বাচ্চা থেকে যুবকদের সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে বিশেষজ্ঞদের মতে। যার ফলে মানসিক ভাবে অবসাদগ্রস্ত হতে পারে।সেক্ষেত্রে শিক্ষার ওপর প্রভাব পড়তে পারে।
- প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় পরোক্ষ ভাবে বিভিন্ন ধরনের চাকরির পরীক্ষা পিছিয়ে যাচ্ছে। যেমন: ugc net/set, upsc, wbcs, etc. ফলে, কিছুটা হলেও সেক্ষেত্রে শিক্ষার ওপর প্রভাব পড়ে।

সু-প্রভাব

- বর্তমান অনুকূল পরিবেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলেও শিক্ষার্থীরা তাদের মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে অনলাইন পঠন-পাঠন কে বেছে নিয়েছে।
- বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেক বেশি সময়ের কারণে বাড়িতে বসে খুব মনোযোগ সহকারে বই পড়তে পারছি। পাশাপাশি সিলেবাস থেকে আমাদের অজানা তথ্য মোবাইল ও ইন্টারনেটের সাহায্যে পেয়ে থাকি।
- দূর শিক্ষার ক্ষেত্রে(নেতাজি সুভাষ ওপেন বিশ্ববিদ্যালয়,ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়) কিছুটা হলেও শিক্ষার ওপর প্রভাব পড়তে পারে। এক্ষেত্রে এইসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন ধরনের অনলাইন পাঠ্যক্রম শেখানো হয়। যা খুব অনায়াসে সম্ভব।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলেও পরোক্ষভাবে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা (বই খাতা ও জেরক্স এবং বিভিন্ন দোকান বাজার ইত্যাদি) বন্ধ রয়েছে, সেক্ষেত্রে সে সব পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ(ভর্তি খরচ) ও টিউশন ফি দিতে অসুবিধা হয়। অন্যদিকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য হলো একে অপরের পরিপূরক। সুতরাং একটি ছাড়া অপরটি মূল্যহীন।

লকডাউন

-দেবাশীষচৌধুরী
B.A. Hons (4th Sem) Geography

গৃহবন্দিদশায়জীবনকেটেযায় ,

জীবনতরীকোনকূল - কিনারাখুঁজেনাপায়।

একিলকডাউননাকরোনারমোক্ষমদাওয়ায় ,

তাইলোকেদুঃখেকষ্টেআবদ্ধহয়েছেবাসায়।

মন্দির , মসজিদগির্জায়আজউল্টোপুরাণ ,

তাইআরকরছেনাকেউঈশ্বরেরগুনগান।

চিকিৎসকেরাআজঈশ্বররুপেঅবতীর্ণ ,

করোনাতুমিহবেএবারছিন্নভিন্ন।

Covid 19 এর প্রভাব প্রাথমিক শিক্ষায়

Durjodhan Singha
B.A. Hons (4th Sem) Geography

বর্তমানে ভারতের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্ব এখন মৃত্যু মিছিলে আবদ্ধ । এর কারণ টা কি করোনা ভাইরাস । যা চীন থেকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে ।এর পরে শুরু হয় বিশ্ব জুড়ে হইচই ।তখন শুরু হয় lockdown নামক একটি শব্দ ।যার প্রভাব পড়ে প্রাথমিক শিক্ষায়।

করোনা ভাইরাস: এই ভাইরাস হলো মারণ ভাইরাস যা মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে । বিভিন্ন মহল বলছে চীন এটা নিজের ইচ্ছায় করেছে ।যদিও নিজের ইচ্ছায় করুক বা অনিচ্ছায় করুক মরছে তো সাধারণ মানুষ ।এবং এর প্রভাব ব্যাপক ভাবে পড়ছে শিক্ষায় উপর ।

প্রাথমিক শিক্ষায় এর প্রভাব: করোনা ভাইরাস এর কারণে চলছে লকডাউন এর জন্য সমস্ত স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ । ফলে একজন শিশু এর যে প্রাথমিক শিক্ষা তা থেকে বঞ্চিত ।এবং সে বিভিন্ন সমস্যায় পড়ছে –

- এই স্কুল বন্ধের জন্য একজন শিশুর স্কুল এর প্রতি যে ভালোবাসা বা সম্পর্ক সেটা ভেঙে যায় বিশেষ করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের
- পড়াশুনায় সে মনোযোগ দিতে পারে না ।
- আমারই গ্রামের এক অভিভাবকের কথা যে এই covid এর কারণে বাচ্চারা তাদের স্কুলের সঙ্গে যে ভালোবাসা সেটা তাদের দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে ফলে তাদের ভবিষ্যতটা অন্ধকারে মধ্যে পরে যাচ্ছে ।
- বাচ্চারা covid এর কারণে পড়াশুনা থেকে মন দেয় না ফলে তারা টিভি ফোনে ব্যাস্ত থাকে সারাদিন ফলে তাদের শারীরিক সমস্যায় পড়ে যাচ্ছে ।
- প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুরা সমাজিক সচেতনা শিখে কিন্তু covid এর কারণে টা থেকে বঞ্চিত
- Covid 19 এর কারণে বাচ্চারা দ্বিতীয় বাড়ি থেকে বঞ্চিত ,যেখানে তাদের যে ভালোবাসা সেটাও হচ্ছে না এই ভাইরাস এর কারণে
- এই covid এর কারণে শিশুরা সামাজিক জগৎ কে চিনতে পারলেন ভালোভাবে
- আমার গ্রামের এক অভিভাবক এর কথা যে আমার ছেলে টা সব ভুলতে বসেছে এই ভাইরাস এর কারণে
- বাড়িতে পড়াশুনা না করায় বা পড়তে না বসায় বাচ্চাটি বিভিন্ন কুকথা প্রয়োগ করে
- ছোট বাচ্চারা online game এর প্রতি আকর্ষিত হচ্ছে এই covid 19 এর কারণে অর্থাৎ লকডাউন এর কারণে

গ্রামীণ জনজীবনের সাপেক্ষে লকডাউন এর ভালো ও মন্দ দিক

Fariha jaman
B. A. (2nd Sem) Hons Geography

ভূমিকা: করোনা ভাইরাস (covid-19)নামক এক মারাত্মক সংক্রামক মরণব্যাধি সারা বিশ্বের মানুষকে আতঙ্কগ্রস্থ ও দিশেহারা করে দিয়েছে ,কারণ এই মরণব্যাধি বিশ্বের অসংখ্য দেশের কোটি কোটি মানুষকে আক্রমণ করেছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।এই মরণ ব্যাধির হাত থেকে ভারতবর্ষ ও রেহাই পায়নি।ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের অসংখ্য মানুষ এই ব্যাধির আক্রমণে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে।পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মানুষের অবস্থা ও একই।এই মরণ ব্যাধির হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাবার জন্য ভারত সরকারও পশ্চিমবঙ্গ সরকার লকডাউন এর ডাক দিয়েছে।

লকডাউন কি ও এর উদ্দেশ্য : লকডাউন হল কোন কঠিন পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকারের এক বিশেষ নির্দেশ জনগণের প্রতি। যেমন করোনা ভাইরাস (covid19) পরিস্থিতিতে সরকার ঘোষণা করল- দোকান, বাজার শপিং মল, কয়েক ঘন্টার জন্য খোলা থাকবে যেমন সকাল 7 টা থেকে 11 টা পর্যন্ত খোলা থাকবে । আবার যানবাহনের সংখ্যা কমিয়ে দিতে পারে।

এই করুণা ভাইরাসের আক্রমণ ঘটে ছোঁয়াচে থেকে।

মানুষ একসাথে গা ঘেষাঘেষি করে না দাঁড়ায় বা মাস্ক ছাড়া কথা না বলে,কোনো সংক্রামক ব্যক্তির সংস্পর্শে অন্যের সংক্রমণ না ঘটে। জনগণ একটি বিশেষ দূরত্ব বজায় রাখে। এই সংক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এই লকডাউন।

গ্রামীণ জনজীবনের ভালো দিক : গ্রামের অধিকাংশ মানুষ চাষী ও শ্রমিক হলেও- তাদের অনেকে লকডাউন এর ফলে সচেতন হয়েছে। তারা মাস্ক পরছে এবং দূরত্ব বজায় রাখছে । ঠিক তেমনি সরকারের ডাকা লকডাউন মানার চেষ্টা করছে। কিন্তু সরকারের অর্থনৈতিক চাপে ও পরিবারের অভাব মেটাতে নিজের জমিতে বা অন্যের জমিতে চাষ চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রয় হচ্ছে। এর ফলে সকল সাধারণ মানুষ তাদের উৎপাদিত ফসল ভোগ করছে।

গ্রামীণ জনজীবনের মন্দ কি : গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ শিক্ষার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে ।এই covid19 শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও তলানিতে নিয়ে গেছে। তাদের অনেকেই লকডাউন এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছে না, বলে তারা লকডাউনকে অমান্য করে । চায়ের দোকানে ,মিষ্টির দোকান,কাপড়ের দোকানে , বাজার ঘাটে ভিড় করে। এর ফলে তাদের অনেকে মরণ ভাইরাস এর শিকার হয়। অনেক সময় পুলিশ প্রশাসনের গাড়ি আসে, তাদের ভির দেখে পুলিশ তাদের তাড়া করে এবং পুলিশের তাড়া খেয়ে ভির থেকে পালাই । গ্রামের অনেক গরিব মহিলারা যারা বিড়ি বেঁধে সংসার চালায়,লকডাউন এর ফলে তাদের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাই এবং তারা অর্থনৈতিক সংকটে ভোগে।

গ্রামীণ জনজীবনে লকডাউন এর প্রভাব : সরকারের ডাকা লকডাউন এর ফলে গ্রামের অনেক গরিব শ্রমিক কাজে যোগ দিতে পারেনা। তারা কাজ পায়না। এর ফলে তারা অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়ে এবং পরিবারের অনেক অসুবিধা হয়। আবার অনেক সময় তারা টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারে না ।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, কবে এই covid 19 ভাইরাসের আক্রমণ থেকে সারা পৃথিবী মুক্ত হবে- তার উত্তর আমাদের মনের মাঝে নেই। যতদিন এই মরণব্যাধি আক্রমণ চলতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত সরকারের ডাকা লকডাউন ও চলতে থাকবে। গ্রামীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থা বলে কিছু থাকবে না । ছাত্র ছাত্রীরা তাদের পাঠ বন্ধ করে দিবে। মানুষ কঠিন অর্থনৈতিক সংকটে পড়বে। এইভাবে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা ও ভেঙ্গে পড়বে - সন্দেহ নেই।

লকডাউন: একটি জীবন যুদ্ধ

হিরণ্ময় মণ্ডল

B.A. Hons (4th Sem) Geography

সিন্ধু বা সরস্বতী নদীর সভ্যতা থেকেই সম্ভবত সভ্য মানব সভ্যতার উৎপত্তি। সভ্য সমাজের উন্নতির সাথে সাথে বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতিও ক্রমবর্ধমান। তবে বিজ্ঞান প্রযুক্তি যতই উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাক না কেন, মানব সভ্যতা প্রকৃতির কাছে সবসময় পরাজিত। অতীতে ঘটে যাওয়া মহামারি, দুর্যোগ, ও বিপর্যয় তা আমাদের প্রমাণ দেয়। বর্তমানের কোভিড-১৯ও তার বিকল্প নয়।

মহামারির আকার নেওয়া করোনা ভাইরাসের ভয়ে গোটা পৃথিবীর মানুষ বিপর্যস্ত। এই মহামারি তথা মৃত্যুমিছিল থেকে রেহাই পেতে আমাদের দেশে ২০২০ সালের ২২ শে মার্চ জনতা কার্ফু জারি করেন প্রধানমন্ত্রী। তারপর দফায় দফায় চার বার কড়া লকডাউন ঘোষণা করা হয়, যা ২০২০ সালের ২৫ শে মার্চ থেকে ৩১ শে মে অবধি টানা ৬৮ দিন চলতে থাকে। এরপর সারা বছর ধরেই দেশজুড়ে বা কখনো রাজ্য জুড়ে লকডাউন, আংশিক লকডাউন, কিংবা আনলকডাউন চলতেই আছে। এবং ২০২১ সালের মে মাসে এসেও তা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি।

কোভিড-১৯ প্রথম ওয়েভে গ্রামাঞ্চলে ততটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। এটা ভেবে গ্রামের মানুষদের কিছুটা স্বস্তি ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ওয়েভে গ্রামাঞ্চলেও দ্রুত হারে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। এই কারণে সেখানেও জারি হয়েছে লকডাউনের বিধি নিষেধ। লকডাউনের যন্ত্রণা বড় বেদনাদায়ক। গ্রামাঞ্চলে লকডাউনের প্রভাব তুলে ধরাই হল আমার এই লেখার মূল উদ্দেশ্য।

কয়েক ঘন্টার শর্ট নোটিশে, লকডাউন নামক এক আশ্চর্য নিয়মে বেঁধে ফেলা হয়েছিল গোটা দেশকে। যে দেশে শ্রমিকের পেট চালানোর জন্য রুটি-রুজির জোগান দিতে একশো দিনের প্রকল্প নির্ধারণ করতে হয় তখন আর শুধুমাত্র করোনা যুদ্ধে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। থাকেওনি। হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিককে রাস্তায় নামতে হয়েছিল ঘরে ফেরার উদ্দেশ্য। তারপর আমরা দেখেছি, গ্রামের স্কুলে স্কুলে পরিযায়ী শ্রমিকের কোয়ারেন্টাইন, যেন খরার ফাটলে পিঁপড়ের ঢিবি।

করোনার প্রথম ওয়েভ সামাল দিতে না দিতেই দ্বিতীয় ওয়েভ এসে হাজির। আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্বাভাবিকতা হারিয়ে সভ্যতা সাগরের জলে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। মানবজাতি বড় বিপর্যয়ের ফল্গুধারায় অনিচ্ছুক ভাসমান, তবু প্রতিনিয়ত খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরে জীবনের প্রবাহকে অনুকূলে নিয়ে যাওয়ার অধীর আগ্রহে ব্যগ্র।

সমগ্র দেশের নিরিখে ২০১৮ এর Food and Agricultural Organisation এর তথ্যানুসারে ভারতবর্ষে প্রায় সত্তর শতাংশ গ্রামীন পরিবার সরাসরি কৃষিকাজের সাথে যুক্ত, যা ভারতের মেরুদণ্ড। কৃষিকাজের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য উৎপাদনই হল ভারতীয় গ্রামীন সমাজের মূল অর্থনৈতিক খুঁটি। কিন্তু এই করোনাকালে ভারতবর্ষে কৃষিকাজ থেকে পণ্য উৎপাদন তলানিতে পৌঁছেছে।এবং পশ্চিমবঙ্গের নিরিখেও একই অবস্থা। যার প্রমাণ দিতে National Bank for Agricultural and Rural Development Mumbai (অগাস্ট, ২০২০) এর সমীক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই সমীক্ষায়, ভারতবর্ষের মোট জেলার মধ্যে ৪৭ শতাংশ জেলার উপর ভিত্তি করে তথ্য দেওয়া হয় যে, ১৯ শতাংশ জেলায় কৃষিপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, ৪৭ শতাংশ জেলায় হ্রাস পেয়েছে, এবং ৩৪ শতাংশ জেলায় কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি। পশ্চিমবঙ্গের মোট ১৭ টি জেলা এই সমীক্ষার আওয়াতায় এসেছে। তারমধ্যে ১২টি জেলায় কৃষিপণ্য উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে, ১টি জেলায় বৃদ্ধি, এবং ৪টি জেলায় কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কৃষিকার্য হ্রাস পাওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে বলা যায় শ্রম ও যন্ত্রপাতির অভাব, সামাজিক দূরত্ব রাখার প্রয়োজন ও অবাধ চলাচলে বিধিনিষেধ। সুতরাং বলা যায়, গ্রামীন অর্থনীতির উপর এই রাজ্যের লকডাউনের হাঁতুড়িটা বেশ জোরালো।

২০২০ সালের ১৬ই মার্চ থেকে আমাদের রাজ্যের সমস্ত স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি বন্ধ। তবে উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা থাকলেও নিচু শ্রেনির ছাত্রছাত্রীদের কোনো ব্যবস্থা নেই। বিশেষকরে গ্রামের সেই দিন-আনা দিন-খাওয়া ঘরের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা তলানিতে ঠেকেছে। আমাদের রাজ্যের বৃহত্তর ছাত্রসমাজই এই করোনা অতিমারীর সময়কালে বিভিন্ন কারণে বিভিন্নরকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তারা একেবারে পাঠবিমুখ হয়ে পড়েছে। ফলে, স্কুলছুটের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এছাড়াও দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকায় রাজ্যের আনাচে-কানাচে নাবালিকাদের বিয়ে প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ২৯ শে জুন ২০২০ তারিখের The New Indian Express পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে মার্চের মাঝামাঝি থেকে ২৯ শে জুন অবধি ৫০০ এরও বেশি বাল্য-বিবাহ হয়েছিল। যার মধ্যে ৮৫ শতাংশ হয়েছিল প্রধানত দক্ষিন ও উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিম ও পূর্ব বর্ধমান এবং বাকি ১৫ শতাংশ রাজ্যের আনাচে-কানাচে। আবার চরম দারিদ্র্যের কারণে অনেক স্কুলছুট ছেলেমেয়েদের শিশুশ্রমিক হিসেবেও কাজ করতে দেখা যাচ্ছে।

এই লকডাউনে জেলেরা নদী বা সমুদ্রে যেতে পারেনি। তাদের পারিবারিক উপার্জন বন্ধ হয়েছে। বাজার বন্ধ এবং চলাচলে নিষেধাজ্ঞার কারণে ফসল কাটা বিলম্বের ফলে জলজ কৃষকরাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাছ রফতানি বন্ধ হয়ে গেছে এবং স্থানীয় মাছের দাম কমেছে যার ফলে দিন দিন আয়ের ক্ষতি হচ্ছে।

জাতীয় পরিসংখ্যান হিসাবে দেখা যায় খাদ্য এবং পুষ্টি সুরক্ষার দিক থেকে উপজাতী সম্প্রদায়গুলি সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। তাদের অনেকেই বন থেকে কেন্দু পাতা ও মহুয়া ফুল সংগ্রহ করে, এবং বাজারে বিক্রি করে জীবনজীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু এই লকডাউনের কারণে বাজার-ঘাট বন্ধ থাকায় তারা ঘোর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করছে।

গ্রামীণ পরিবারের আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হল দৈনিক মজুরি। শহরগুলিতে অনানুষ্ঠানিক শিল্প খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গ্রামীন আয়ের ক্ষতি হচ্ছে। এর চেয়ে বড় কথা, বিশাল সংখ্যক কর্মী ছাঁটাই এবং ত্রাণ ব্যবস্থার অভাব অভিবাসীদের তাদের গ্রামে ফিরে আসতে বাধ্য করছে। যা একদিকে ভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকি যেমন বাড়িয়ে তুলেছে অন্যদিকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হারাচ্ছে।

আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্পে কুড়ি লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। অথচ যাদের শ্রমে দেশের অগ্রগতি লেখা হয়, তারাই পিঁপড়ের মতো মারা যায়। এখন করোনা সংক্রমণ দিন দিন বাড়ছে। তাই ভয় আর খিদের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। গ্রামীন সমাজের লোকজন কর্মহীন হয়ে দিন গুনছে সুদিনের আশায়। উপার্জন নেই। কিন্তু একদিকে খেটে খাওয়া মানুষের হাঁড়িতে গরম ভাতের বদলে ফুটছে চোখের জল আর অন্যদিকে এই লকডাউনেই বড় বড় শিল্পপতিদের অ্যাকাউন্ট ফুলেফেঁপে উঠছে। তাই দিন আনি দিন খাই মানুষের কাছে করোনা যুদ্ধের চেয়েও বড় হয়ে উঠছে জীবনযুদ্ধ। সুতরাং, সময় বদলায়, কিন্তু ওদের দিন বদলায় না।

"বিজ্ঞানে অজ্ঞান তুই করে যাস ভুল, প্রকৃতি রহস্যময়ী নাই তার কুল। ভাঙ্গা গড়া তার লীলা স্থিতি লয় তার খেলা মানুষ তাহার হাতে খেলার পুতুল"।

Manik Barman
B.A. Hons (4th Sem) Geography

ভূমিকা: প্রকৃতি অনিন্ত্রিত এক মহাশক্তি। সে কখন যে রুষ্ট হয় তা কেউ বলতে পারে না। একরূপে তা শুভ অন্যরূপে সংহার করেনি। বিশ্বপ্রকৃতির এ লীলা বোঝা অসম্ভব। বর্তমানে মনুষ্য গোষ্ঠী এরকমই এক ভয়াবহ প্রকৃতির রূপ এর মুখোমুখি হয়েছে।

সম্প্রতি চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে 2019 সালের ডিসেম্বর মাসে হানা দেয় কভিদ নাইনটিন বা করোনাভাইরাস(covid-19)। যা উন্নতির চরম শিখরে থাকা মানুষের জীবনকে চিরকাল খাঁচায় বন্দী অসহায় জীবনে পরিণত করেছে।

থাঁচাবন্দি মানুষের দমবন্ধ জীবন:

" হে ঈশ্বর"
এ কেমন ব্যাধি দিলে তুমি ভবে
না যাই দেখা চোখে না যাই বলা সমাজকে
ধিক্কার তোমার প্রতি,
তুমি ফিরিয়েছো সমাজে আবারো অস্পৃশ্যতা কে"

মানুষ চিরকাল সুদূর পথের যাত্রী। একপা দুইপা করে সে পাড়ি দিয়েছে সর্বোচ্চ পর্বত থেকে সুগভীর সমুদ্র তলদেশ পর্যন্ত। যে মানুষ তার মেধা এবং প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে বন্দি করেছিল প্রকৃতিকে এবং প্রকৃতির সন্তান বিভিন্ন প্রাণীকূলকে আজ সেই মানুষ প্রকৃতির একমারে অর্থাৎ করোনার জেরে গৃহবন্দী তার হাত-পা বাঁধা গৃহ থেকে বাইরে বেরোতে পারে না।

চলমান দেড় বছর ধরে মানুষ আবদ্ধ চার দেওয়ালে সে শারীরিক এবং মানসিক এমন ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে যেন দেখে মনে হয় অসুস্থ এক বাজ পাখি উড়তে চাই কিন্তু পারছেনা।

ছোট ছোট শিশুরা যাদের ছিল খেলোয়ার সময় তারা আজ ঘর বন্দী হয়ে পড়েছে চার দেওয়ালে বন্দী।

তরুণ-তরুণীরা যাদের স্কুলে বা কলেজে জ্ঞান লাভ করার কথা ছিল তার আসক্ত হয়ে পড়েছে অনলাইন গেম , নেশা বেকারত্বে।

ভ্রমণ প্রেমীরা আজ বন্দী হয়ে দিন গুনে কবে এই বদ্ধ দশা থেকে মুক্তি পেয়ে আবার বেরিয়ে পড়বে স্বপ্নের দেশে।

এমন সময় আমার মনে পড়ে যায় কবি হুমায়ুন এর একটি কবিতার লাইন-

"নিরব মধ্যান্য বেলা -শব্দহীন নিঃসাড় ভুবন"
কেহ কোথা নাই
অকস্মাত্‍ মর্মরল তরুশাখে মন্থর পবন
চমকিয়া চায়।"

উপসংহার

দুঃখ সুখের এই ছোট্ট জীবনে সবাই চায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ পেতে কিন্তু বারবার ঝরে ঘর ভেঙে পড়ে। প্রকৃতিকে শান্ত করতে পারলে সুখের ঘরে স্বাচ্ছন্দ্যের বাস করা যাবে। বাস্তব প্রকৃতিকে স্থির করতে গেলে মানব প্রকৃতিকে আগে স্থির করাও জরুরি। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে পেতে চলো সবাই একসাথে বলি-

"" এ পৃথিবীকে এ শিশুর বাসযোগ্য
করে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। "

COVID-19 ও ভারতীয় সমাজ

Nikita Singha
B.A. Hons (2nd Sem) Geography

'কোভিড-19' মহামারী টির প্রথম ঘটনা শুরু হয়েছিল 2020 সালের 30 জানুয়ারি। এটি শুরু হয়েছিল চীন থেকে। ভারতে 'কোভিড-19'-এর মৃত্যুর হার 16মে 2021 অনুসারে 1.09%। ভারতে 'কোভিড-19' পরীক্ষা অনুসারে প্রতি দশ লক্ষে 2,32,705.21 জন।

প্রাদুর্ভাবটি দিল্লি, হরিয়ানা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং উত্তরপ্রদেশ সহ আরও অনেকগুলি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মহামারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ভাইরাস সংক্রমণ নিশ্চিত হওয়ার ঘটনা অন্যান্য দেশের সাথে সংযুক্ত থাকায় ভারতও সমস্ত পর্যটন কেন্দ্র বন্ধ রেখেছে।

2020 সালের 22 মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশে ভারত 14 ঘন্টা স্বেচ্ছাসেবা মূলক জনতা কার্ফু পালন করেছে। পরে 24 মার্চ প্রধানমন্ত্রী 130 কোটি জনসংখ্যা সমৃদ্ধ সাড়াও ভারতে 21 দিনের জন্য লকডাউন এর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা এই দেশের জনসংখ্যার বিচারে নগন্য হলেও তার ব্যাপকতা রুখতে সরকারি তরফে তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে সর্বত্র বিশেষ বার্তা প্রচার করা হচ্ছে। ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে এই প্রচারে মূল গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পরিচ্ছন্নতায়।

হাঁচি-কাশির ক্ষেত্রে মুখে চাপা দেওয়া বা মাস্ক পরা এবং ঘনঘন হাত ধোয়ার কথা বলা হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার নূন্যতম নিয়ম-কানুন মেনে চলার প্রবণতা কম। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার গত 6 বছর ধরে সবচেয়ে বড়ো যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে তার কেন্দ্রে রয়েছে পরিচ্ছন্নতার ভাবনা। সাধারণ মানুষ যাতে প্রকাশ্যে নিত্যকর্ম না করে তার জন্য গড়ে দেওয়া হচ্ছে শৌচালয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে শৌচালয় থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ মাঠেঘাটে, রেল লাইনে, নদীর ধারে প্রাতঃ কৃত করতে যাচ্ছে। কিন্তু করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পর বোঝা যাচ্ছে এখনো পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব উপলব্ধি করেনি এই দেশের জনতা। তাই হাত ধোয়া, মুখে মাস্ক পরার বার্তা রেল স্টেশন থেকে শুরু করে মোবাইলের কলার টিউনেও জায়গা করে নিয়েছে। এক্ষেত্রে জনসাধারণ কে নিম্নতম কিছু সতর্কতা পালন করা দরকার। যেমন- বারবার হাত ধোয়া, চোখে এবং নাকে হাত কম দেওয়া, বাইরে গেলে মাস্ক এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করা ইত্যাদি।

অনেক ক্ষেত্রেই এ দেখা যাচ্ছে ভারতে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতার তুলনায় অসচেতনতাই বেশি। করোনা সংস্ক্রমণ বাড়ার অন্যতম কারণ হলো সাধারণ মানুষের অসচেতন ব্যবহার। তথাকথিত শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও সচেতনতার অভাব লক্ষ করাও যায়। তারা সাধারণত লকডাউন চলছিল বলে অফিসে যাচ্ছেন না, কিন্তু পাড়ার চায়ের দোকান জোর করে খুলিয়ে সেখানে সকাল সন্ধ্যা আড্ডা জমাচ্ছেন। বহু মানুষ এখনো মাস্ক পড়ছেন না, সামাজিক দূরত্ব বিধি বা লকডাউন মানছেন না।

করোনা নামক এই মারণ ভাইরাসের হাত ধরে বাংলায় এলো 'গোমূত্র কালচার'। হিন্দু মহাসভার কর্মীদের মতে, মুখে মাস্ক পড়তে হবে না, বারবার হাতও ধুতে হবে না। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে গোমূত্রকেই কার্যত ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করার নিদান দিয়েছেন তারা। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, গত 21 বছর গোমূত্র পান করেছেন তারা। স্নানের সময় ব্যবহার করেছেন গোবর। আর তাতেই সুস্থ রয়েছেন সকলেই। এদিকে করোনা ভাইরাস থেকে গোমূত্র পানের প্রবণতাই বিপদ আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করেছেন চিকিৎসকরা। মল মূত্রের সঙ্গে প্রাণীদের শরীরের বর্জ্য পদার্থ মিশে

গোমূত্র পান করা বিষ পানের মতোই ক্ষতিকর। এতে হার্ট ও কিডনির মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

করোনা ঘিরে আতঙ্ক বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে এই রোগ ঘিরে ভ্রান্ত ধারণা এবং নানা রকম গুজব। ফেসবুক হোয়াটস্যাপ এ ঘনঘন আসছে নতুন তথ্য। গত বছরও অনেকে বলেছিলেন, আমাদের দেশের যা আবহাওয়া তাতে করোনা সংক্রমণ মারাত্মক হবে না, খুব গরমে এই ভাইরাস মরে যায়। গরম জলে স্নান করলে এই রোগ আটকানো যায়। রোদে দাঁড়িয়ে থাকলে করোনা আক্রান্ত হবেন না। প্রত্যেক টা ধারণাই একদম ভুল। উষ্ণ তাপমাত্রায় যে এই ভাইরাস নিস্তেজ হয়ে যায় এমন কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমান এখনও পাওয়া যায়নি। বাড়িতেই নিজে কোভিড পরীক্ষা করা যায়, এটিও ভুল ধারণা। অনেকেই মনে করছেন যদি কেউ 10 সেকেন্ড শ্বাস রোধ করে রাখতে পারেন তাহলে করোনা হয়নি। এই তথ্যটিও ভুল।

করোনার পরিনাম হিসেবে বা ভ্রান্ত ধারণার পরিনাম হিসেবে আমাদের অনেক ভুগতে হয়েছে বা আরও হতে পারে। কোরোনার প্রথম ঢেউয়ে যদিও বৃদ্ধরা বেশি আক্রান্ত হয়েছিলেন কিন্তু দেখা গিয়েছে দ্বিতীয় ঢেউয়ে বৃদ্ধদের সঙ্গে সঙ্গে সকল বয়সী মানুষেরাই আক্রান্ত হচ্ছে। মানুষের অসচেতনতার কারণেই কোরোনার সংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। আমাদের রাজ্যে ইতিমধ্যেই 15 দিনের লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। এই লকডাউন কার্যকর হলে কোরোনার তৃতীয় ঢেউ থেকে আমরা বেঁচে যেতে পারি। অতএব সাধারণ মানুষ সচেতন ন্য হলে এই মহামারী কে রুখে দাঁড়ানো খুব কঠিন হয়ে পড়বে। ভাইরাস যত বাড়বে তার চরিত্র বদলের আশঙ্কা তত বাড়বে। তখন হয়তো বর্তমানে ব্যবহার করা ভ্যাকসিন কোনো

ডাকাত এসেছে!

রঞ্জিত সরকার
B.A. 3rd Year Hons Geography

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে যেমন বিশাল দুর্ভিক্ষের প্রভাব পড়েছিল তেমনি সেই যুগে ডাকাতের ও প্রভাব পড়েছিল। আমি এই কথাগুলোর মাধ্যমে আমার ছোটবেলার কথা গুলো তুলে ধরলাম এই কথা যেন আমার বন্ধুদের খুব আকর্ষণীয় লাগলো।

সেখানে আসল রহস্য ছিল যেমন,

"আমাদের গ্রাম" এই কবিতাটি লেখা বিখ্যাত লেখক বন্দে আলী মিয়া এর যা থেকে আমাদের ছোটবেলার গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি এর তৈরি, তেমনি আমার ঠাকুমা কবিতা নয় গল্পের আকারে কিছু কথা বলেছিলেন ,যা স্মরণীয় ।

সেই দিন গুলো ছিল কৃষি ভিত্তিক সমাজ তার সঙ্গে সকলের ছিলো মাটির বাড়ি নয়তো খড়কুটো দিয়ে তৈরি,তার সঙ্গে জমিদার বাড়ি গুলোও যেন ছিল দোতলা মাটির তৈরি । সেই সময় প্রত্যেক গ্রামে একটি করে মোড়ল থাকতেন তার দ্বারা বিচার নির্ধারিত করা হতো,সন্ধের সময় ।আমার ঠাকুর দা সেই রাতে বিচার করার পরেই ঘুমিয়ে পড়লেন ,কিন্তু রাত যত গভীর হয় ততই যেন ডাকাতের আনাগোনা লেগেই থাকে সেই জন্য গ্রামের সবাই সোজাগ হয়ে থাকতেন ।

তারপরে আমার একটি বন্ধু বলে উঠলো একটু গল্প বিশ্লেষণ করে বল!!!!!

তখন আমি বললাম ,যখন শীতের রাত গুলো বড় হয় তখন মানুষ বেশি জাগতে পারেনা ,কিন্তু হটাৎ একদিন ডাকাত রা বাঁশ ঝাড়ে নুকিয়ে ছিল ,গভীর রাত না হতে হতে যেন ডাকাত দের আগমন হয়। আমাদের গ্রামে সেই ডাকাত গুলো গভীর শীতের রাতে সিং দিয়ে চুরি করে ছিলেন,তখন আমার ঠাকুমা কে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঠাকুমা সিং দিয়ে চুরি করা মানে কি?

ঠাকুমা বলে ছিলেন আগেকার দিনে সকলের মাটির বাড়ি তখন ডাকাত গভীর রাতে দেওয়াল এর নিচে কোদাল বা খুন্তি দিয়ে খুদে ভেতরে প্রবেশ করে তারপরে যেন মাটির কলসি বা ধান গুলো নিয়ে পালাতো এইভাবে যে তাদের সন্ধান পাওয়া অনিশ্চিত!

তখন সেই বন্ধু বলে উঠলো আচ্ছা এইবার ডাকাতির ঘটনা বল? আমি তখন বললাম ,

একদিন গভীর রাতে বাড়িতে ঢেকি এর পাশে তিন বস্তা ধান যা নিয়ে ডাকাত গুলো পালাচ্ছিল ,পালানোর পথে কিছু আওয়াজ শোনা গেল আমার দাদুর কানে ,তখন দাদু বলে কে?কে ওখানে !সেই মিটমিটে লন্ঠনের আলোতে তাদের ছায়া গুলো বোঝা যাচ্ছিল বেশ,তারপরে ডাকাত গুলো পালিয়ে অন্যজনের দেওয়ালে পেছনে নুকিয়ে যায় ,কিন্তু সেই সময় গ্রামে প্রায় সকলে জেগে উঠেছিল ,সেই রাতে প্রায় সাত টি মাটির বাড়িতে চুরি হয়েছিল ।তখন সবাই যেন ডাকাতের খোঁজে সকলে বন্দুক হাতে কাস্তে ,খুন্তি যে যা নিয়ে বের হয়।

তারপরে ডাকাত গুলো যেন পালাতে থাকে কিন্তু আমাদের গ্রামে সেই এক নদী যদি পেরিয়ে যায় তাহলে কিন্তু ধরা যাবেনা ডাকাত গুলো কে ,তাই সকলে নদীর তীরে মশাল নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন ,হটাৎ জলে আবছা সাঁতার কাটতে কিছু মানুষ কে দেখা গেল তাদের কাঁধে ধানের বস্তা দেখা গিয়েছিল ,তারা যেন ভয়ে পালাচ্ছিল কিন্তু তখন যেন গ্রামের মানুষের সন্ধেয় হলো ,তারা ছিল চার জন তাদের মধ্যে একজন পেছনে ছিল তার ওপরে যেন একজন বড়শি চালায় যা তার পেটের এক পার থেকে ওপারে কেটে ওঠে ,তারপরের দিন সকালে পুলিশ আসে এবং মৃত রক্তাম্ব দেহ কে ময়নাতদন্তে পাঠায় ,তারপরের দিন থেকে আমাদের গ্রামে কেউ ডাকাতি করতে আসেনি এই আশ্চর্যজনক ঘটনার পরিপেক্ষিতে ।

তখন একটি বন্ধু বলে ওঠল

আচ্ছা এখন ডাকাত নেই তাহলে বা কেউ ডাকাতি করেনা ?

তখন আমি ভেবে বললাম হ্যাঁ ! এখন গভীর ভাবে ডাকাতি হয় যেটা বোঝা যায়না ,যেমন আগে কৃষকদের বাড়িতে ডাকাতেরা হানা দিত তেমনি বর্তমানে কৃষকের কাছ থেকে কিছু শোষকরা নূন্যতম দামে জিনিস গুলো না ক্রয় করে ,তারা অসৎ উপায় যা সৎ পথে নিয়ে গিয়ে অল্প দামে নেই ।যার দরুন এখনকার কৃষি ভিত্তিক সমাজ আস্তে আস্তে যেন বিগড়ে যাচ্ছে ,মনে হচ্ছে যেন ছিয়াত্তরের মন্তরের এক বিশাল রূপ এনে ফেলছে শোষক এরা ।এই কথা যেন বন্ধুদের মনে নিরাশ এনে ছিল ।তখন আমি বললাম এখন সকলে নিজের ওপরে বিশ্বাস রাখে আগের মতোই যতই অসৎ পথ অবলম্বন করোনা কেন তা একদিন সেই ডাকাতের মতো অবস্থা হবে।

গল্পের শেষে সেই সন্ধ্যায়

তখন আমি মন্তব্য এ বলে উঠলাম শেষ মেশ"যে যাকে ঠকায় সে কোনোদিন বুদ্ধিমান নয় কিন্তু যে ঠকে উনি বিদ্যমান ব্যাক্তি"।

করোনা অতিমারী এবং লকডাউন: প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে কিছু পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা

Sagar Kumar Singha
B.A. Hons (4th Sem) Geography

সূচনা:

গত বছরের শেষে চীনে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়। এরপর ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়ে। গত বৎসর মার্চ মাসে এদেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়। এরপর তা ধীরে ধীরে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে সরকার ২৬ মার্চ দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণা করে।

প্রাথমিক শিক্ষার উপর করোনার প্রভাব:

সারা দেশে এই করোনার প্রভাব অতিরিক্ত পরিমানে বেড়ে যাওয়ার ফলে সরকার ১৮ মার্চ থেকে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করে। এতে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর নানা প্রভাব পড়ছে। এছাড়া এই লকডাউনের কারনে নানারকম পরীক্ষা যেমন- উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষা কবে হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। এরই মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার উপর এই করোনার প্রভাব গুরুতর আকার ধারণ করেছে। সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার পঠন পাঠন ও পরীক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির মাধ্যমেই শিক্ষা জীবন শুরু করে শিক্ষার্থীরা, ফলে তাদের কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ সময়। প্রায় 14 মাস ধরে অন্য সব শিক্ষা প্রতিস্থানের মত বন্ধ থাকার ফলে প্রাথমিকের দুই কোটিরও বেশি শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ এখন

হুমকীর মুখে। করোনা দুর্যোগ দেখা দেওয়ার পর থেকে অনেক শিক্ষার্থীর অবিভাবকেরা কর্মহীন হতে থাকে। যা তাঁদের আর্থসামাজিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলেছে।

একটি চিত্রের মাধ্যমে করোনার প্রভাবে প্রাথমিক শিক্ষাতে কি প্রভাব পড়েছে তা দেখানো হল:

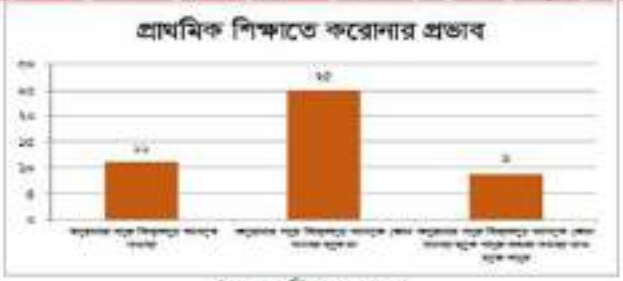

(সূত্র: জরিপ, ২০২০)

এই covid-19 এর কারনে মানুষের মধ্যে দারিদ্র্যতা দেখা গিয়েছে। ফলে প্রাথমিকে অনেক শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার মূল কারণ হল দারিদ্রতা। এই দারিদ্র্যতার ফলে অবিভাবকেরা কর্মহীন হলে তাঁদের সন্তান দের পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পরে। কিন্তু সরকার এই শিক্ষা কার্যক্রম ঠিক রাখতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ও নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে টিভি ও অনলাইনের মাধ্যমে পাঠদান চালাছে। তাতে শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো অংশ নিতে পারছে না। এর কারণ বেশিরভাগই শিক্ষার্থীর ইন্টারনেট এর ব্যবস্থা নেই। যা বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ প্রভাব ফেলছে।
এছাড়াও গ্রামাঞ্চলে এই লকডাউনের কারনে প্রাথমিক শিক্ষা এর উপর নানা প্রভাব ফেলেছে। এবং দেখা যাই অনেক শিক্ষার্থী অর্থের অভাবে নানা কাজে যুক্ত হতে দেখা যায়। কারন লকডাউনের কারনে অনেক বাবা মা কর্মহীন থাকাই শিক্ষার নানা উপকরন ও স্কুলের অন্যান্য খরচ মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই ধীরে ধীরে শিশু শ্রম বাড়ছে।

সুপার সাইক্লোন আম্পান: ধ্বংসলীলার প্রতিরূপ

Shubhadeep Maitra
B.A. 3rd Year Hons Geography

দানবীয় সাইক্লোন আম্পান(umpun) এর রাক্ষুসে কামড়ে রেখে যাওয়া দগদগে ক্ষত ও ধ্বংসলীলার স্বরূপ উপলব্ধি করতে গিয়ে মনে আসছে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-র 'ঝড়' কবিতার কয়েকটি পংক্তি- ঝড় রুষিয়ে/ ধায় টুঁসিয়ে / ফোঁস ফুঁসিয়ে/ খুব হুঁশিয়ারি। আবহাওয়া দপ্তর পূর্ব থেকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, ছিল সরকারী ব্যবস্থাপনা ও যা ছিল ঝড় প্রতিরোধের উপযুক্ত। কিন্তু ঝড়ের সেই বিধ্বংসী রূপের কাছে মানুষ আরো একবার হার মানলো এবং ১৮৫ কিমি গতিতে ২০ শে মে ২০২০ রাতের নিকষ অন্ধকারে, কোভিড-১৯ এর লকডাউন-এর সময় দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা, কলকাতা ও হাওড়া, হুগলীতে ও অন্যান্য জেলায় প্রচণ্ড তান্ডব চালায়। এই ঘূর্ণিঝড় ২০০৯ সালের 'আয়লা' রং বীভৎসতা কেও হার মানিয়েছে। ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ভয়ংকরতার নিরিখে এই শতাব্দীর সেরা ঘূর্ণিঝড়। এর ইংরেজি শব্দ umpun একটি থাই শব্দ। যারা অর্থ আকাশ।২০০৪ সালে থাইল্যান্ড আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী রাষ্ট্র গুলোর সহমতের ভিত্তিতে নামকরণ প্রস্তাব করেন।১৬ই মে আম্পানের উৎপত্তি হয় ও বিলুপ্ত হয় ২১ শেষ মে,২০২০ তে।

১৮ ই মে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় দীঘা থেকে এই ঝড় ১২০০ কিমি দূরে ছিল এবং তার ৪৮ ঘন্টায় ৩৪০ কিমি সরে যায়। এবং পরের ৪৮ ঘন্টায় ৮৬০ কিমি পথ পেরিয়ে সরাসরি পশ্চিম বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। ঘূর্ণিঝড়ের লেজ এর ঝাপটে মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা, কলকাতা, হুগলি ও হাওড়ায় তার ভয়ানক রূপ নেয়, এবং সঙ্গী হয় ভারী বৃষ্টিপাত যার সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় প্রায় ২৭০-২৮০ কিমি।
বাংলায় আঘাত করা ঘূর্ণিঝড়গুলির মধ্যে তীব্রতার নিরিখে ১৫৮২ সালের পর এটা পঞ্চম।২০ শে মে,২০২০, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত ও কিছু কিছু জায়গায় ভোর পর্যন্ত ঝড়ের তান্ডব চলেছিল- যার তুলনা নাকি ১০০ বছরেও পাওয়া যায়নি। পূর্ব কলকাতা ঘেঁষে বেরিয়ে রাজারহাট, মিনাখাঁ, হাড়োয়া,বাদুড়িয়া, বসিরহাট, স্বরুপনগর, গাইঘাটা ধরেই আম্ফান এগিয়ে চলে উন্মত্তের মতো।যার প্রভাবে উপড়ে যায় বহু বৈদ্যুতিক খুঁটি, গাছপালা, টিনের চাল।গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো কোভিড ১৯ পরিস্থিতিতে আম্ফান সমগ্র বঙ্গবাসীকে আতঙ্কের শিখরে পৌঁছে দেয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের নিরাশ্রয় ও নিয়ন্তা আম্ফানের নীটফল। আম্ফান এর ফলে ফসল নষ্ট, বৈদ্যুতিক, ইন্টারনেট, টেলি যোগাযোগ, মোবাইল পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়। এর ফলে প্রায় ১২০০০ গাছ উপড়ে গেছে।'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক ডিজাস্টার সেন্টারের মতে,' বাংলাদেশ ও ভারতের প্রায় ৩.৮৯ কোটি মানুষের ক্ষতিসাধন করে এই ঝড়। মৃত্যু হয় ৮৮ জনের। ক্ষতি হয়েছে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যের। ভেসে গেছে প্রচুর পশু পাখি। হয়েছে প্রচুর মাছের ক্ষতি। এক্ষেত্রে সরকার, প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দুর্গতদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। হেলিকপ্টার ও স্পিডবোটের মাধ্যমে দুর্গতদের উদ্ধার করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ঝড় বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন ও হাজার কোটি টাকা অনুদান দেন।তিনি সরাসরি দুর্গতদের অ্যাকাউন্টে অর্থ সাহায্য করেছেন।
২০২০ সালের আম্ফান ঘূর্ণিঝড় আরো একবার প্রকৃতির কাছে মানুষের অসহায়তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।প্রাণহানি, শস্যহানি, ক্ষয়ক্ষতি, আতঙ্ক, নিরাশ্রয়তা এবং অনেকের সর্বস্ব হারানোর স্মৃতিতে ভরপুর হয়ে থাকবে এই সর্বগ্রাসী ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় আম্ফান।

বর্তমান সমাজে করোনার প্রকোপ ও তার প্রতিকার

সুমন দাস
B.A. Hon (4th Sem) Geography

ভূমিকা:

একবিংশ শতাব্দীর কর্মমুখরিত পৃথিবী বর্তমানে জড় বস্তুর ন্যায় স্তব্ধ। প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাবে বিধ্বস্ত গোটা বিশ্ব।প্রতিদিনের চলাচল,স্কুল-কলেজ,অফিস-আদালত,গণ জমায়েত প্রভৃতির ওপরেএখন কড়া নিষেধাজ্ঞা। প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে আক্রান্তের সংখ্যা। যদিও নানা কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ এই মহামারীকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছে।মুখে মাস্ক,পকেটের স্যানিটাইজার,সোশ্যাল বা ফিজিক্যাল ডিসটেনসিং -এই শব্দগুলি বর্তমানে আট থেকে আশি সকলের মুখেই।

করোনা ভাইরাস ও কোভিড-১৯:

করোনাভাইরাস বলতে **RNA ভাইরাসের** একটি বিশেষ শ্রেণীকে বোঝায় যেগুলি স্তন্যপায়ী এবং পাখিদের আক্রান্ত করে।**'Coronavirus' নামটির উৎপত্তি লাতিন শব্দ 'Corona' থেকে যার অর্থ মুকুট বা হার।** মানবদেহে এই ভাইরাসের শ্বাসনালী মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটায় মানবদেহে ভাইরাসের সংক্রমণকেই বর্তমানে **Covid-19** বলে উল্লেখ করা হচ্ছে।

করোনা ভাইরাস এর ইতিহাস:

১৯৩০ -এর দশকে প্রথম আবিষ্কৃত হয় করোনা ভাইরাস।এসময় মুরগির দেহে এই ভাইরাসের সন্ধান মেলে।পরে **১৯৬০** -এর দশকে মানুষের দেহে এই ভাইরাসটির সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর **২০১৯ সালে চীনের উহান প্রদেশ এই ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যায়**,যা বর্তমানে নোভেল করোনা ভাইরাস নামে পরিচিত।

কৰোনা আক্রান্ত বিশ্ব:

২০১৯ -এর ৩১ শে ডিসেম্বর চীনের উহানে করোনার সংক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে বিশ্বময় সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ষলো কোটিরও বেশি,মারা গিয়েছে কোটি কোটি মানুষ।ভাইরাসটি একসঙ্গে ঊর্ধ্ব ও নিম্ন শ্বাসনালীতে সংক্রমণ ঘটায়।খুব দ্রুত ভাইরাসটি এক রোগী থেকে অন্য ব্যক্তিকে সংক্রমিত হয়ে যেতে পারে। এই ভাইরাসের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে প্রথমেই মানুষকে লকডাউন,কোয়ারেন্টাইন,মাস্ক,সোশ্যাল ডিস্টান্সিং,স্যানিটাইজার ব্যবহার প্রকৃতিতে অভ্যস্ত করে তোলা হয়েছে। কোভিড -এর প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে জ্বর,শুকনো কাশি,শ্বাসকষ্ট,গলা ব্যথা,বমি,পেটের গোলমাল ইত্যাদি।সারা পৃথিবী জুড়ে তাড়া করে চলেছে মৃত্যুভয়।অফিস-আদালত,স্কুল-কলেজ সমস্ত স্তব্ধ হয়ে আছে ফলে অনেক মানুষের রুজি-রোজগারেও টান পড়েছে।সারা বিশ্বের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়েছে কোভিড-১৯-এর প্রকোপে

কৰোনা পরিস্থিতির প্রতিকার ও প্রয়োজনীয় সতর্কতাঃ

সুদীর্ঘ কয়েকমাস ধরে বিশ্ব স্তব্ধ হয়ে আছে,তাই এবার যাবতীয় সর্তকতা মেনে মানুষকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরতে হবে,অন্যথায় পরিণতি আরও ভয়ংকর হবে।বিশ্বের সমস্ত বৈজ্ঞানিক ভাইরাসটির প্রতিষেধক টিকা তৈরীর জন্য আপ্রাণ করে বেশ কিছু প্রতিষেধক টিকা তৈরি করে ফেলেছে এবং সেইসঙ্গে টিকাকরণ প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আমাদের এই জনবহুল দেশে সকলকে ধরে ধরে টিকা দিয়ে,সেসবের ফল পেতে এখনো বেশ কিছুটা সময় লাগবে। **বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)** প্রত্যেক মানুষকে কিছু সর্তকতা অবলম্বন করার কথা বলেছে,যথা- **৭০% অ্যালকোহলযুক্ত স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করা,মাস্ক ব্যবহার করা (সার্জিক্যাল মাস্ক অথবা N95 অথবা ডবল মাস্কও ব্যবহার করা যেতে পারে),ভির এড়িয়ে চলা,শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা (দুজনের মধ্যে কমপক্ষে দূরত্ব হবে 6 ফিট)**,সম্ভব হলে অফিসের কাজ বাড়ি থেকে করা,নিজেকে অসুস্থ বোধ করলেই ডাক্তার দেখানো,**সেল্ফ আইসোলেশন** থাকা ইত্যাদি।**সাম্প্রতি বাতাসে 10 মিটারের মধ্যে এই ভাইরাস ভেসে বেড়াচ্ছে** বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এক্ষেত্রে মাস্ক ব্যবহার করলে এর প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

উপসংহার:

বর্তমান পৃথিবী আবার একটু একটু করে তার পুরনো ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছিল এরইমধ্যে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ে ভারতে। ইতিমধ্যেই লকডাউন আবার শুরু হয়ে গিয়েছে এবং প্রথম বারের তুলনায় এইবার সংক্রমণ এবং মৃত্যুহার দ্বিগুণ প্রায়। তবে **টিকাকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে,সকলের মধ্যে ইমিউনিটি অর্থাৎ দেহে অনাক্রম্যতা তৈরি হলে হয়ে গেলে করোনার প্রকোপ-টা হয়তো থেমে যাবে**, এমনটাই জানাচ্ছে বিজ্ঞান মহল। তবে পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক হতে অনেক দেরি একথা সত্য এবং একথা মেনে নিয়ে আমাদের করোনার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। সমস্ত কুফলতার মধ্যেও কিছু ভালো দিকও রয়েছে,করোনা পরিস্থিতিতে লকডাউন-এর হলে বাতাসে দূষণের মাত্রা অনেক কমে গিয়েছে,আর আমরাও বেশ খানিকটা স্বাস্থ্য সচেতন হতে শিখেছি।

লকডাউন এর ভালো মন্দ

Sweta Kundu
B.A. Hons (3RD year) Geography

গত দেড় বছরে আমাদের দেশ তথা সারা বিশ্বে এক ভয়ঙ্কর অতিমারীর সৃষ্টি হয়েছে (যাকে আমরা covid-19 বা করোনা ভাইরাস নামে চিনি) তার সঙ্গে একটি শব্দ ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেটি হল লকডাউন। এই লকডাউনে থমকে গেছে সারা বিশ্ব। মানুষ নিজেকে ঘর বন্দী করতে বাধ্য হয়েছে। একটি অতিক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক ভাইরাস পাল্টে ফেলেছে গোটা পরিবেশকে। এর মাঝেই আমরা দেখতে পাচ্ছি লকডাউনের কিছু সুফল ও কুফল।

ভালো দিক:

সব মন্দই কিছু ভালো নিয়ে আসে। প্রায় সব অন্ধকার ই আলোর জানান দেয়। দুনিয়া জুড়ে করোনার আতঙ্ক র দমবন্ধ আবহে লকডাউন ও যেন কিছুটা সতেজ খোলা হাওয়া আমাদের এই প্রাকৃতিক পরিবেশের কাছে। হ্যাঁ অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি! পাল্টে যাচ্ছে আমাদের পৃথিবী। দীর্ঘমেয়াদী লকডাউনে হু হু করে কমছে দূষণের মাত্রা। চীন, ইতালি বা ব্রিটেনের আকাশে অবিশ্বাস্য গতিতে কমছে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা। পরিবেশবিদদের হতবাক করে নিউইয়র্কের আকাশে দূষণের মাত্রা কমেছে 50% এরও বেশি। শুধু উপগ্রহ ছবিতে ই নয়, ঘরবন্দি ইউরোপের মানুষ খালি চোখে ও দেখতে পাচ্ছে ঝকঝকে নির্মল আকাশ। স্মরণকালের মধ্যে যা কখনো দেখেনি তারা! দল বেঁধে ফিরে আসছে পরিযায়ী পাখির দল। সভ্যতা থেকে দূরে চলে যাওয়া নিরীহ ডলফিনের ঝাঁক ফিরে আসছে মানুষের কাছে, ভেনিস থেকে মুম্বাই সর্বত্র। শুধু বিদেশেই নয়; এদেশেও কমছে দ্রুত হারে জল ও বায়ু দূষণ। গঙ্গা নদী ফিরে পেয়েছে তার আগের সচ্ছ রূপ। হচ্ছে না আর শব্দ দূষণ। যত মানুষ সেধিয়ে যাবে ঘরে, বন্ধ হতে থাকবে মাঝারি ও বড় শিল্প, কমবে গাড়িঘোড়া বা বিমানের জ্বালানি দূষণ। গোটা মানব সভ্যতাকে শেষ কয়েকটা মাসে কে ও যেন প্রবল ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

কি অদ্ভুত না? আমরা আমাদের অটো ইমিউনিটির কথা জানতাম বটে। কিন্তু এই পৃথিবীর ও যে একটা অটো ইমিউনিটি সিস্টেম আছে, তা ভাবিনি কখনো! যেন তিতিবিরক্ত ধরণী আর সইতে না পেরে সেই বোতাম টিপে দিয়েছে।

মন্দ দিক:

এত ভালো মাঝেও লকডাউনের জন্য ক্ষতি হচ্ছে বহু মানুষের। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সরকারি ও বেসরকারি অফিস, আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সব কিছুই। শ্রমজীবী মানুষেরা তাদের কাজ হারিয়েছেন।

প্রথমেই আসি সাধারণ দরিদ্র মানুষের কথায়, তাদের ওপর লকডাউনের প্রভাব পড়েছে সব থেকে বেশি। কাজ হারানো থেকে শুরু করে খেতে না পাওয়া তাদের নিত্য সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে আগামী দিন গুলোতে তারা কীভাবে জীবনযাপন করবে সেই চিন্তায়, মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে বহু মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

বহু মানুষ বিভিন্ন শিল্প কলকারখানায় কাজ করেন। লকডাউনের জন্য কারখানা গুলো বন্ধ হয়ে যাওয়াতে শ্রমিকরা যেমন কাজ হারিয়েছেন; তেমনি বাণিজ্যিক দ্রব্য উৎপাদনে ও ব্যাঘাত ঘটছে। ফলে বাজারে নতুন দ্রব্য আসছে না এবং পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে পুরনো দ্রব্য গুলির চাহিদা কমে আসছে। এই কারণে সাধারণ মানুষের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও বিপন্ন হচ্ছে। ফলে ভারত বিশ্ব বাণিজ্যে অনেক পিছিয়ে পড়ছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে ও আমরা লকডাউনের খুব খারাপ প্রভাব দেখতে পাই। লকডাউনের কারণে সমস্ত শিক্ষালয় গুলি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে রয়েছে। এই সমাজের প্রধান ভিত্তি হলো শিক্ষা, কিন্তু আজ সেই শিক্ষাই অনিশ্চয়তার মুখে। অনলাইনে ক্লাসের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষকরা জ্ঞান ও শিক্ষা প্রদান করলে ও তা ছাত্র ছাত্রীদের পক্ষে সবসময় গ্রহনযোগ্য হচ্ছে না। অনিয়মিত শিক্ষায় আমাদের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা থাকছে না, মানুষ দায়িত্ব জ্ঞানহীন হয়ে পড়ছে। বহুদিন ঘর বন্দী থাকার কারণে অনেক তরুণ তরুণীর মধ্যে দেখা যাচ্ছে ডিপ্রেশন। যা বর্তমান সমাজের একটি বড় সমস্যা। মানুষ আরো বেশি সংখ্যায় ফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, সোশ্যাল মিডিয়ার (ফেইসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইউটিউব) প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। এত বেশি সময় ইলেকট্রনিক্স এ ব্যয় করার জন্য আমাদের শরীরে দেখা দিচ্ছে নানা সমস্যা। বর্তমানে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক (যা শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি) বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, গত 15-16 মাস থেকে যে সব ছাত্র-ছাত্রী এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

সবশেষে বলা যায়, করোনা ভাইরাস ও লকডাউন গোটা দুনিয়ার চেহারা পাল্টে দেবে। পাল্টে দেবে আমাদের মানসিকতা, আমাদের জীবনযাত্রা। একদিকে সীমান্ত মুছে গিয়ে গোটা পৃথিবী দাঁড়াবে এক আকাশের নিচে, অজানা অচেনা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবে একজোট হয়ে। অন্যদিকে ঘরবন্দী হয়ে যাওয়া মানুষ প্রাথমিক ধাক্কা টুকু সামলে হাত বাড়িয়ে দেবে প্রতিবেশীর দিকে।

নতুন পৃথিবীতে নতুনভাবে নামবে মানুষ, ভাঙাচোরা অর্থনীতি, থমকে যাওয়া শিল্প, আমূল বদলে যাওয়া জীবনকে নতুন করে বাঁধতে। ধূলো-ধোঁয়া-অন্ধকার পেরিয়ে সেই নতুন পৃথিবীর সোনালী আলোর রেখা হয়তো দেখা যাবে খুব শীঘ্রই।।

"স্বপ্নহীনা"

Shibani Biswas
B.A. Hons (4th Sem) Geography

স্বপ্ন ছিল পাহাড় সমান
দেশের-খবর করবো প্রমাণ,
স্বপ্ন আমার মনের ভাষা
মন মেলালে শেষ হয় না আশা ।।

স্বপ্ন ছিল দেশের খবর
করবো আমি জয়,
আপনজনেরা দিয়েছে শুধু
কুসংস্কারের ভয়।
স্বপ্ন যেন স্বপ্ন নয়
রাত জাগানো কথা,
কথার মাঝে হারিয়ে গেছে
স্বপ্ন লোকের দেখা ।।
ব্যর্থহীন এই স্বপ্ন নিয়ে
যেই না বড় হলাম,
বাবা-মায়ের স্বপ্নপূরণের
দায়িত্ব আমি পেলাম ।
বাবা-মায়ের স্বপ্ন যেন
শিক্ষিকা আমি হই,
খবর ছেড়ে সমাজকে যেন
শিক্ষা আমি দিই ।
পালক মেলে নতুন দিগন্তে
যখন পাড়ি দিলাম,
স্বপ্নহীন এই জীবনটাকে
আপন করে নিলাম ।।

অনলাইন শিক্ষার সুবিধা ও অসুবিধা

Abhijit Ghosh
B.A. Hons (4th Sem) Geography

করোনা কালে অনলাইন শিক্ষার চাহিদা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের পাঠ্যক্রমগুলি অনলাইন শিক্ষার আওতায় নথিভুক্ত করেছে, এটি আইন ,হিসাববিজ্ঞান থেকে শুরু করে মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান বা ইতিহাসের মতো প্রতিটি ক্ষেত্রেই জ্ঞান অর্জনের জন্য একটি সহজ এবং সরলপূর্ণ পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে। অনলাইন শিক্ষা হলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি দুর্দান্ত বিকল্প, বিশেষত এমন লোকদের জন্য যারা কোর্স করার জন্য সময় এবং অর্থ ব্যয় করতে পারে না। তবে অনলাইন শেখার কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে । সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো ।

<u>অনলাইন শেখার সুবিধা কী কী?</u>

1. দক্ষতা -

অনলাইন শিক্ষা শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের পাঠদানের কার্যকর উপায় সরবরাহ করে। অনলাইন শিক্ষায় ভিডিও, পিডিএফ, পডকাস্টের মতো বেশ কয়েকটি সরঞ্জাম রয়েছে এবং শিক্ষকরা তাদের পাঠ্যক্রমের অংশ হিসাবে এই সমস্ত সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারেন। অনলাইন শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রথাগত পাঠ্যপুস্তকের বাইরে পাঠ পরিকল্পনা প্রসারিত করার মাধ্যমে শিক্ষকরা আরও দক্ষ প্রশিক্ষক হতে সক্ষম হন।

2. সময় এবং স্থানের সহজলভ্যতা:

অনলাইন শিক্ষার আর একটি সুবিধা হলো শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দের যে কোনও জায়গা থেকে ক্লাসে উপস্থিত হতে পারে। এটি ভৌগলিক সীমানা দ্বারা সীমাবদ্ধ না হয়ে স্কুলগুলিকে শিক্ষার্থীদের আরও বিস্তৃত সীমায় পৌঁছানোর অনুমতি দেয়। শুধু তাই না, অনলাইন বক্তৃতা রেকর্ড করা যায়, সংরক্ষণাগারভুক্ত করা যায় এবং ভবিষ্যতের রেফারেন্সের জন্য সরবরাহ করা যায়। এটি শিক্ষার্থীদের তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে শেখার উপাদানটিতে আয়ত্ব করতে সাহায্য করে ।

সুতরাং, অনলাইন শিক্ষা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সময় এবং স্থানের সীমানা বৃদ্ধি করে ।

3. সাশ্রয়ী:

অনলাইন শেখার আরেকটি সুবিধা হল আর্থিক ব্যয় হ্রাস। শারীরিক শিক্ষার তুলনায় অনলাইন শিক্ষা অনেক বেশি সাশ্রয়ী। কারণ অনলাইন শিক্ষা শিক্ষার্থীদের পরিবহন, শিক্ষার্থীদের খাবার এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণভাবে বসবাসের ব্যয় গুলো সরিয়ে দেয়। অতিরিক্তভাবে, সমস্ত কোর্স বা অধ্যয়নের উপকরণগুলি অনলাইনে উপলব্ধ রয়েছে, এইভাবে একটি কাগজবিহীন শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা যায় যা আরও সাশ্রয়ী এবং পরিবেশের পক্ষে উপকারী।

৪. শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি:

যেহেতু অনলাইন ক্লাসগুলি পছন্দমতো বাড়ি বা পছন্দসই জায়গা থেকে নেওয়া যেতে পারে, তাই শিক্ষার্থীদের পাঠ থেকে নিখোঁজ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

5. শেখার ধরনগুলোর বিভিন্নতা:

শেখার ধরনগুলোর বিভিন্নতা অনুসারে প্রতিটি শিক্ষার্থীর একটি আলাদা শেখার ধরন রয়েছে। কিছু শিক্ষার্থী দেখবার , আবার কিছু শিক্ষার্থী শুনবার মাধ্যমে শিখতে পছন্দ করে। একইভাবে, কিছু শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে সাফল্য লাভ করে এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে শিক্ষা অর্জন করতে চাই কিন্তু তারা অতজনের মাঝে শিখে উঠতে পারে না , ফলে তারা পিছিয়ে যাই।

অনলাইন শিক্ষা বিভিন্ন বিকল্প এবং সংস্থান সহ বিভিন্ন উপায়ে ব্যক্তিগতকৃত করা যায়। এটি প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের সাথে উপযোগী একটি নিখুঁত শিক্ষার পরিবেশ তৈরির সেরা উপায়।

<u>অনলাইন শেখার অসুবিধাগুলি কী কী?</u>

1. স্ক্রিনে ফোকাস করতে অক্ষমতা:

অনেক শিক্ষার্থীর কাছে, অনলাইন শিক্ষার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ গুলোর মধ্যে একটি হলো দীর্ঘ সময় ধরে পর্দার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। অনলাইন শিক্ষার সাথে শিক্ষার্থীরা সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্যান্য সাইট গুলোর দ্বারা সহজে বিভ্রান্ত হওয়ার বৃহত্তর সুযোগ রয়েছে। সুতরাং, শিক্ষকদের তাদের অনলাইন ক্লাস কে রোমাঞ্চকর, আকর্ষক করে শিক্ষার্থীদের পাঠের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে সহায়তা করা জরুরি।

2. প্রযুক্তিগত সমস্যা:

অনলাইন ক্লাসগুলির আর একটি মূল চ্যালেঞ্জ হল ইন্টারনেট সংযোগ। বিগত কয়েক বছরে ইন্টারনেটের ব্যবহার যেমন বেড়েছে তেমনি ছোট ছোট শহর এবং শহরে যথাযথ গতির সাথে একটি ধারাবাহিক সংযোগ সমস্যার সৃষ্টি করেছে । শিক্ষার্থী বা শিক্ষকদের জন্য অবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ না থাকলে শিশুর জন্য শেখার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার অভাব থাকতে পারে। এটি শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ক্ষতিকর।

3. বিচ্ছিন্নতা সংবেদন:

শিক্ষার্থীরা তাদের সমকর্মী দের সঙ্গ হয়ে অনেক কিছু শিখতে পারে। তবে, একটি অনলাইন ক্লাসে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের মধ্যে শারীরিক মিথস্ক্রিয়া হয় নুন্যতম। এটি প্রায়শই শিক্ষার্থীদের জন্য বিচ্ছিন্নতা বোধ তৈরি করে। এই পরিস্থিতিতে পাঠভবন গুলি একান্তভাবে শিক্ষক , শিক্ষার্থী দের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে সহায়তা করবে । এটিতে অনলাইন বার্তা, ইমেইল এবং ভিডিও কনফারেন্সিং অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা মুখোমুখি মিথস্ক্রিয়া কে অনুমতি দেবে এবং বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি হ্রাস করবে।

4. শিক্ষক প্রশিক্ষণ:

অনলাইন শিক্ষার জন্য শিক্ষকদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রাথমিক ধারণা থাকতে হবে। তবে, এটি সবসময় হয় না। খুব প্রায়শই, শিক্ষকদের প্রযুক্তি সম্পর্কে খুব প্রাথমিক ধারণা থাকে। কখনও কখনও, তাদের কাছে অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থান এবং সরঞ্জাম থাকে না।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য পাঠভবন গুলোকে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ করা জরুরি যাতে তারা তাদের অনলাইন ক্লাস নির্বিঘ্নে পরিচালনা করতে পারে ।

5. স্ক্রিন সময় পরিচালনা করা:

অনেক পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি নিয়ে উদ্বিগ্ন কারন শিক্ষার্থীরা ঘন্টার পর ঘন্টা স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকে । স্ক্রিন সময়ের এই বৃদ্ধি অনলাইন শিক্ষার অন্যতম বড় উদ্বেগ এবং অসুবিধা। অনেক সময় শিক্ষার্থীরা পর্দার সামনে থাকার কারণে নানা শারীরিক সমস্যা বিকাশ করে।

এর একটি ভাল সমাধান হল শিক্ষার্থীদের মন এবং শরীরকে সতেজ করার জন্য পর্দা থেকে প্রচুর বিরতি দেওয়া।

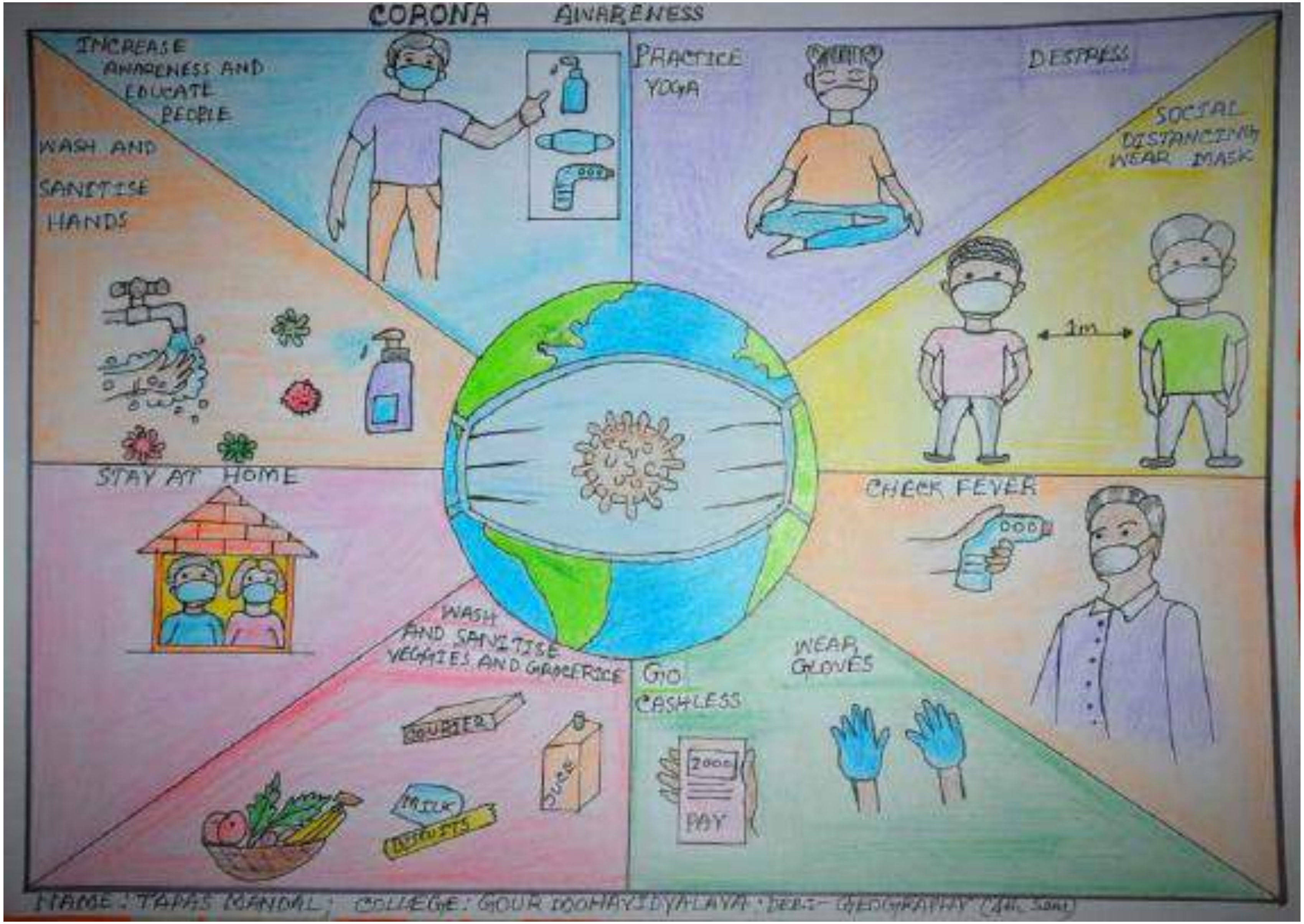
CORONA AWARENESS
INCREASE AWARENESS AND EDUCATE PEOPLE
PRACTICE YOGA
DESTRESS
SOCIAL DISTANCING WEAR MASK
1m
WASH AND SANITISE HANDS
STAY AT HOME
CHECK FEVER
WASH AND SANITISE VEGGIES AND GROCERIES
GO CASHLESS
WEAR GLOVES
MILK
2000
PAY
NAME: TAPAS MANDAL; COLLEGE: GOUR MAHAVIDYALAYA; DEPT- GEOGRAPHY